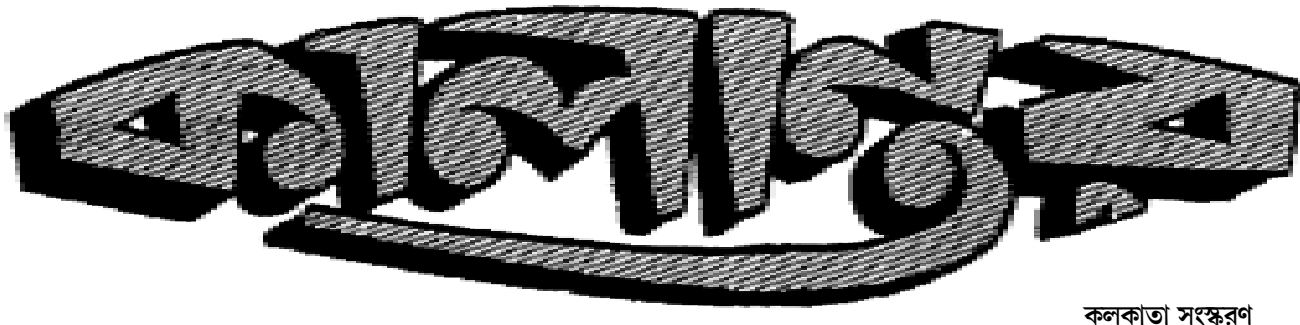




হোমওয়ার্ক  
না করার  
শাস্তি  
হোমওয়ার্ক না  
করায় বিহারে ৭  
বছরের স্কুল  
পড়ুয়াকে পিটিয়ে  
মারল শিক্ষক  
পৃষ্ঠা ৫



কলকাতা সংস্করণ

নায়কের  
মুক্তি  
৯০০ দিনের বেশি  
কারাবাসের পর  
মুক্ত হলেন বহু  
মানুষের জীবন  
বাঁচানো নায়ক  
রুসোসাবাগিন  
পৃষ্ঠা ৭



৫৬ বর্ষ □ ১৬৬ সংখ্যা □ ২৬ মার্চ, ২০২৩ □ ১১ চৈত্র ১৪২৯ □ রবিবার

৩.০০ টাকা

Morning Daily • KALANTAR • Year 56 • Issue 166 • 26 March, 2023 • Sunday • Total Pages 8 • 3.00 Per day • Printed and Published from 30/6 Jhowtala Road, Kolkata-700017

# ডিএ ধর্মঘটে যোগ দেওয়ায় কাটা হবে ১ দিনের বেতন

স্টাফ রিপোর্টার : ১ দিনের ছুটি কাটা যাবে। সঙ্গে বেতনও! বকেয়া ডিএ-র দাবিতে যাঁরা ধর্মঘটে সামিল হয়েছিলেন, সেইসব কর্মচারীর বিরুদ্ধে এবার কড়া পদক্ষেপ করল নব্বা। শুধু তাই নয়, কলকাতা থেকে জেলায় বদলিও করা দেওয়া হল বেশ কয়েকজনকে। বকেয়া ডিএ মিলবে কবে? ৪৪ দিনের পর ধর্মতলায় অনশন কর্মসূচি আপাতত স্থগিত। কেন? যৌথমঞ্চের তরফে জানানো হয়েছে, আগামীদিনে আন্দোলন আরও তীব্র হবে। কিন্তু অনশন করতে গিয়ে করতে গিয়ে একের এক আন্দোলনকারী অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। বস্তুত, মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ নিজে তিনবার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। ফলে অনশন চালিয়ে গেলে পরিস্থিতি আরও যোরাহলে হয়ে উঠবে। এর আগে, বকেয়া ডিএ-র দাবিতে ১ ফেব্রুয়ারি রাজভূমিতে ধর্মঘট পালন করেছিলেন সরকারি কর্মচারীরা। নব্বা থেকে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল, ধর্মঘটে দিন অফিসে না এলে বেতন ও ছুটি কাটা হবে। চাকরিতে ব্রেক হবে সার্ভিস রেকর্ডও! ফ্রেক তালিকা সংগ্রহ করাই নয়, ডিএ আন্দোলনকারীদের শোকজ নোটিস পাঠায় রাজ্য। চিঠিতে উল্লেখ করা হয় যে, জবাব সন্তোষজনক না হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ফ্রেক ১ দিনের বেতন ও ছুটি কাটা নয়, বেশ কয়েকজন সরকারি কর্মচারীকে বদলিও করে দিল নব্বা। তাঁরা সকলেই ডিএ আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন।



শনিবার শহিদ মিনারে ডাবের জল খাইয়ে অনশন অবস্থান ভাঙা হচ্ছে।

ফটো : কালান্তর

## ৮৮ দিন পর আপাতত উঠল অবস্থান

স্টাফ রিপোর্টার : বকেয়া ডিএ-র দাবিতে বেশ কিছুদিন ধরে অনশন করছেন রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা। কর্মবিরতির পাশাপাশি অনশনের ফলে চাপ বাড়ছিল রাজ্য সরকারের উপরে। এবার টানা ৪৪ দিন ধরে চলা অনশন স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করল ডিএ আন্দোলনরত সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের তরফে বলা হয়েছে আগামী দিনে ডিএ আন্দোলনে আরও তীব্র ও দীর্ঘায়িত হলে চলেছে। তবে আপাতত চান বা অনশন করে একের পর এক অনশনকারী অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর

ঘোষ নিজে তিনবার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তাই অনশনের বিকল্প পথ বেছে নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ডিএ মামলায় সুপ্রিম কোর্টে শুনানি হবে ১১ এপ্রিল। ততদিন অনশন করতে গেল পরিস্থিতি অনেক যোরাহলে হয়ে উঠবে। আন্দোলনে নেতৃত্ব কাউকে দিতে গেলে শক্তি সঞ্চয় করে রাখতে হবে। সেই কথা মাথায় রেখেই আজ বেলা দেড়টার সময় সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ ঘোষণা করেছেন, আপাতত অনশন প্রত্যাহার করা হল। আপাতত এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। তবে ধরনা চলবে। জেলায়

আন্দোলন চলবে। অনশনের পরিবর্তে আরও বড় আন্দোলন কীভাবে চালিয়ে নেওয়া যায় তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা চলছে। ভাস্কর ঘোষ বলেন, সদস্য ও সমর্থকরা অনশন মঞ্চের কাছে এসে বা সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রবল চিৎকার, কান্নাকাটি শুরু করেছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল অন্যভাবে আন্দোলনটা হোক। শারীরিক বিষয়টা তো ছিলই। তাদের কথা মাথায় রেখে আন্দোলনটাকে অন্যভাবে করা হবে। অনশন আপাতত স্থগিত করা হয়েছে। প্রয়োজন পড়লে ফের অনশনে বসা হবে।

## রায়গঞ্জে ডিএ ধর্মঘটে অংশ নেওয়ায় শোকজ ঢাকটোল বাজিয়ে জবাব জমা দিলেন শিক্ষকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা : শোকজ করার বিরুদ্ধে অভিনব প্রতিবাদ প্রাথমিক শিক্ষকদের। ডিএ-র দাবিতে ১০ মার্চ পালিত হয়েছিল সরকারি কর্মচারীদের। সেই ধর্মঘট পালন করায় শোকজের মুখে পড়তে হয়েছে রায়গঞ্জ দক্ষিণ সার্কেলের প্রাথমিক শিক্ষকদের। এবার সেই শিক্ষকরা ঢাকটোল বাজিয়ে আবার খেলে শোকজের জবাব দিতে রায়গঞ্জের বারোদুয়ারীতে এস আই অফিসে গেলেন। ১৪২ জন প্রাথমিক শিক্ষক এদিন এসআই অফিসে তাদের শোকজের জবাব দেন। সেখানে শিক্ষকদের দাবি, তাঁরা একদিন স্কুলে যাননি, তাই তাঁরা বেতন নেবেন না। এসআই অফিসে জবাব দিতে আসা শিক্ষকমণ্ডলীর সদস্য কৃষ্ণেন্দু রায়চৌধুরী বলেন, আমরা আগেই জানি যে আমরা একদিন কাজ

করিনি তাই আমাদের একদিনের বেতন কাটা যাবে। তাই আমরা উৎসাহের সঙ্গে ঢাক বাজিয়ে শোকজের জবাব দিতে এসেছি। এর মাধ্যমে আমরা সরকারকে বার্তা দিতে চাই, ধমকে, চমকে আমাদের রাখা যাবে না। বকেয়া ডিএ না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন জারি থাকবে। এই বিষয় নিয়ে প্রাথমিক দক্ষিণ শাখার এস আই সাক্ষির আহমেদের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, আমি ঘরের মধ্যে রয়েছি। তেমন কোনও ঢাক বাজার আওয়াজ শুনতে পাইনি। আমি সাংবাদিকমাধ্যমের কাছ থেকেই বিষয়টি জেনেছি। এমনকি তাঁর অফিসের ভেতরেও কেউ ঢাক বাজাননি, তাই তার দাবি শিক্ষকরা শান্তভাবে এসে শোকজের জবাব জমা দিয়েছেন।

স্টাফ রিপোর্টার : গণতন্ত্র থাকলে ভারত বাঁচবে, ভারত বাঁচলে গণতন্ত্র বজায় থাকবে। তাই গণতন্ত্র রক্ষার জন্য দেশের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশকে বাঁচাতে হবে। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণের চক্রান্তের বিরোধীতার পাশাপাশি আজকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গণতন্ত্র রক্ষার শপথ নিয়ে ব্যাঙ্ক কর্মীদের এগিয়ে চলার আহ্বান জানান সিপিআই সাংসদ ও এআইটিইউসি কার্যকরী সভাপতি বিনয় বিশ্বম। শনিবার

প্রভাত কর নগর, তারকেশ্বর চক্রবর্তী মঞ্চ (মহাজাতি সদন) বিপিবিইএ'র ৩০ তম রাজ্য সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে প্রতিনিধি সম্মেলনের উদ্বোধন করে বিনয় বিশ্বম এই আহ্বান জানান। তিনি বলেন, রাষ্ট্র ব্যাঙ্ক একজন বিরোধী নেতা। যোভাবে অভ্যুত্থান খাড়া করে তার সাংসদ পদ বাতিল করা হল তা বিরোধীদের উপর আক্রমণের এক ভয়াবহ নজির। আর এভাবেই গণতান্ত্রিক ভারতকে এক বিপদজনক পরিসরে নিয়ে যেতে চেষ্টা

হলদিয়া ডক  
ভোটে জয়ী  
প্রগতিশীল জোট

নিজস্ব সংবাদদাতা : জোটের শক্তায় ফের বেসামাল তৃণমূল। সাগরদীঘির পর এবার হলদিয়াতেও অস্থিতিতে শাসক শিবির। হলদিয়া ডক ইসটিটিউটের পরিচালন কমিটির নির্বাচনে ১৯টির মধ্যে ১৯টি আসনেই বাম-কংগ্রেস প্রগতিশীল জোট প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। গত চার বছর হলদিয়া ডক ইসটিটিউট তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির দখলে ছিল। এবার তাতে বদল হল। পঞ্চায়েত ভোটারে আগে যা রাজ্য রাজনীতিতে আলোচনার বিষয়। শুক্রবার টানটান উত্তেজনায় হলদিয়া বন্দরের ডক ইসটিটিউটের পরিচালন কমিটির নির্বাচন হয়। রাজ্য পুলিশ ও সিআইএসএফের ঘেরাটোপে ভোট দেন বন্দরের স্থায়ী শ্রমিক ও আধিকারিকরা। বন্দরের নির্বাচনে এবার তৃণমূল, বাম ও কংগ্রেস প্রগতিশীল জোট, তৃণমূল এবং বিজেপির চতুর্থী লড়াই হয়। মোট ভোটার সংখ্যা ৭৩৭ জন হলেও ভোট দিয়েছিলেন ৬৯৪ জন। এআইটিইউসি-র পক্ষে জয়ী হয়েছেন অমলেশ বলিদান। প্রগতিশীল জোট পেয়েছে ৬৫ শতাংশ ভোট, তৃণমূল পেয়েছে ২৭ শতাংশ, বিজেপি পেয়েছে ৮ শতাংশ ভোট। হাড্ডাহাড়ি লড়াই ছিল মূলত তৃণমূল ও বাম-কংগ্রেস প্রগতিশীল জোটের মধ্যে। অন্যদিকে, ভারতীয় মজদুর সম্বন্ধ বা বিএমএস অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই চালিয়েছে বন্দরের নির্বাচনে। বিজেপির কোনও শ্রমিক সংগঠন না থাকায় আরএসএসের এই শ্রমিক সংগঠনই বন্দর সহ শিল্পাঞ্চলে বিজেপির মুখরক্ষা করছে। তিনটি প্যানেলে মোট প্রার্থী সংখ্যা ৫৮ জন। প্রতিটি প্যানেলে ১৮ জন পরিচালন কমিটির সদস্য ও সহ সভাপতি মিলিয়ে মোট ১৯ জন করে প্রার্থী ভোটে লড়েন। এছাড়াও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন ১ জন নির্দল প্রার্থী। শনিবার নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার দিকে তাকিয়ে ছিল সব রাজনৈতিক দলই। কারণ পুর নির্বাচনের আগে এই ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে শাসক ও বিরোধী দলের নেতৃত্ব। প্রতি দু বছর অন্তর এই নির্বাচন হয়। গতবার পরিচালন কমিটির সব আসনে তৃণমূল জয়ী হলেও সহ সভাপতি পদে জয়ী হয়েছিল বামেরা। এবার কিন্তু সব আসনেই জয়লাভ করলো বাম-কংগ্রেস প্রগতিশীল জোট।

## সাভারকার নই যে ক্ষমা চাইব : রাহুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ : প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি বলেছেন, তিনি তো সাভারকার নন, তাই তার কোথাও ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। রাজধানীতে শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি একথা বলেন। স্বাধীনতা-পূর্বভারতে বৃটিশ শাসকদের কাছে একাধিকবার ক্ষমা প্রার্থনা করেন সাভারকার। অথচ তাকেই সাম্প্রতিককালে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে তুলে ধরছে বিজেপি। সেই প্রসঙ্গ তুলেই কেন্দ্রকে এদিন তির্যক খোঁচা দেন রাহুল গান্ধি। হালফিল বিজেপি নেতারা তাকে তার লন্ডনে দেওয়া ভাষণের জন্যে সংসদে ক্ষমা চাইতে হবে বলে দাবি তুলেছিলেন। তার জবাবে রাহুল বলেন, আমি সাভারকার নই, আমার নামের শেষে গান্ধি আছে। অতএব আমার ক্ষমা চাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। ওরা আমার সাংসদ পদ খারিজ করতে পারেন, জেলে পুরতে পারেন কিন্তু আমার লড়াই থামবে না। রাহুল বনাম বিজেপি লড়াইতে এখন সারা দেশ উত্তাল। ২০১৯ সালে কর্ণাটকের কোলারে এক নির্বাচনী জনসভায় তার দেওয়া ভাষণের বিরুদ্ধে জনৈক বিজেপি নেতা সুরাট হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন। ওই সভায় নরেন্দ্র মোদিকে সরাসরি চোর বলে আক্রমণ করে তিনি বলেন, নরেন্দ্র মোদি, নীরব মোদি, ললিত মোদি — সব মোদিরাই চোর হয় কেন? সুরাট হাইকোর্টে এই মামলায় তাকে গ্রেপ্তারের আদেশ দেন। তিনি জামিন নিলেও অস্বাভাবিক দ্রুততায় তার সাংসদ পদ খারিজ করা হয়। সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় রাহুল বলেন, প্রধানমন্ত্রী ভীত। আমি প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিতে দেখেছি ভয়ের ছায়া। আমি সংসদে এর পরে যে ভাষণটি দিতাম তা হোত প্রধানমন্ত্রীর জন্যে আরও মারাত্মক। তাই তড়িঘড়ি আমাকে সংসদ পদ থেকে খারিজ করা হল। রাহুল বলেন, লন্ডনে আমি যা বলিনি তাই আমার মুখে বসানো হচ্ছে। সংসদে আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হয়েছে তা ভিত্তিহীন। বিজেপিকে দেশ থেকে হঠানোর জন্যে আমি আন্তর্জাতিক সাহায্য প্রার্থনা করছি - তা ঠিক নয়। আসলে আমার অপরাধ আমি মোদি-আদানি আঁতাত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছি। সেই কারণে চেষ্টা হচ্ছে ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

## উচ্চমাধ্যমিকের কেমিস্ট্রি প্রশ্নে ভুল

স্টাফ রিপোর্টার : শনিবার উচ্চমাধ্যমিকের কেমিস্ট্রি অর্থাৎ রসায়ন পরীক্ষা ছিল। এবারের রসায়ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র অনেকটাই সহজ হয়েছে বলে জানান বিষয়টির বিশেষজ্ঞ শিক্ষকরা। সেভাবে কোনও প্রশ্নই খুরিয়ে আসেনি। সাধারণ মানের পরীক্ষার্থীরাও এই পরীক্ষায় ভালো করে উত্তর লিখতে পারবে। শিক্ষকদের কথায়, মোটামুটি ৬০ থেকে ৬৫ নম্বরের মতো প্রশ্ন একদম সহজ এসেছে। তবে এর মধ্যেও একটি প্রশ্নে ভুলের কারণে বিভ্রান্তি হওয়ার আশঙ্কা ছিল। এই দিনের পরীক্ষায় জৈব রসায়নের বিভাগ থেকে একটি প্রশ্ন আসে। তাতেই একটি যৌগের রাসায়নিক নাম ভুল ছিল। ৫ নম্বর দাগের সি দাগে ছিল প্রশ্নটি। কতকগুলি জৈব রসায়নের ফর্মুলা দিয়ে বিক্রিয়ার মাধ্যমে কোন যৌগ উৎপন্ন হবে তা লিখতে বলা হয়। সেখানে সি দাগের চার নম্বর প্রশ্নটি ছিল অ্যাসিটোনের সঙ্গে শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বেরিয়াম হাইড্রক্সাইডের বিক্রিয়ায় কী উৎপন্ন হয়? তীর দাগ দিয়ে তার উপর বেরিয়াম হাইড্রক্সাইড ও উষ্ণতা লেখা ছিল। এতে পড়ুয়াদের বিভ্রান্তি কিছুটা হলেও কম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

## বিপিবিইএ প্রতিনিধি সম্মেলন উদ্বোধন করে বিনয় বিশ্বম

## ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সাথে গণতন্ত্র রক্ষা করে দেশ বাঁচানো জরুরী

প্রভাত কর নগর, তারকেশ্বর চক্রবর্তী মঞ্চ (মহাজাতি সদন) বিপিবিইএ'র ৩০ তম রাজ্য সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে প্রতিনিধি সম্মেলনের উদ্বোধন করে বিনয় বিশ্বম এই আহ্বান জানান। তিনি বলেন, রাষ্ট্র ব্যাঙ্ক একজন বিরোধী নেতা। যোভাবে অভ্যুত্থান খাড়া করে তার সাংসদ পদ বাতিল করা হল তা বিরোধীদের উপর আক্রমণের এক ভয়াবহ নজির। আর এভাবেই গণতান্ত্রিক ভারতকে এক বিপদজনক পরিসরে নিয়ে যেতে চেষ্টা

করছে মোদি নেতৃত্বাধীন ভারত সরকার। তাই আজকের মূল স্লোগান হোক গণতন্ত্রকে হত্যা করতে দেওয়া যাবে না। এই বিপদজনক পরিস্থিতিতে বিরোধীদের মধ্যে বহু বিষয়ে বিভেদ থাকলেও গণতন্ত্রের প্রশ্নে সকলের ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। শুক্রবার ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের বিশাল মিছিলের মধ্য দিয়ে বিপিবিইএ সম্মেলনের উদ্বোধনী সমারোহের পর শনিবার সকালে পতাকা উত্তোলন করে প্রতিনিধি সম্মেলনের কাজ শুরু হয়।

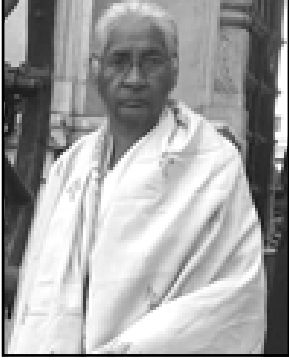
পতাকা উত্তোলন করেন বিপিবিইএ চেয়ারম্যান কমল ভট্টাচার্য। প্রয়াত প্রবীন নেতা মনোরঞ্জন বোসের প্রতিকৃতিতে মালাদান করে প্রতিনিধি সম্মেলন শুরু হয়। কমল ভট্টাচার্য, সৌমিত্র তলাপাত্র, পবিত্র চ্যাটার্জি, সোনালী বিশ্বাস, গৌর দাস, সাগর রায়, মিহির দে, উত্তম মজুমদার, দুর্গাশ্রী বসু রায়কে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী গঠন করা হয়। সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন এআইটিইউসি রাজ্য উপসধারণ সম্পাদক বিপ্লব



শনিবার মহাজাতি সদনে বিপিবিইএ'র ৩০তম রাজ্য সম্মেলনের প্রতিনিধি অধিবেশন উদ্বোধন করে বক্তব্য রাখছেন সিপিআই নেতা বিনয় বিশ্বম। মঞ্চ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। ফটো : দিলীপ ভৌমিক



## প্রবীণ মহিলা নেত্রী শচীরাণী সেনাপতি প্রয়াত



সংবাদদাতা ঃ বরানগর ও উত্তর চবিশ পরগনা জেলার জনপ্রিয় মহিলা নেত্রী কমরেড শচীরাণী সেনাপতি শনিবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। কিছুদিন ধরে তিনি অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন। রেখে গেছেন তিন পুত্র পুত্রবধু ও নাতি- নাতনীদের। তার কনিষ্ঠ পুত্র প্রতাপ কলকাতা ময়দানের নামী ফুটবলার ছিলেন।

আলম বাজার শিদ্ধাঞ্চলে

মহিলা শ্রমিক ও নিম্নবিভ শুরিবারের মহিলাদের এক অত্যন্ত জনপ্রিয় ও যোগ্য সংগঠক ছিলেন শচীদি। সমিতি-অন্ত প্রাণ ছিলেন। সিপিআই বরানগর আঞ্চলিক পরিষদের দীর্ঘদিনের সদস্য, বরানগর কামারহাটী জোনাল কমিটির সদস্য ছিলেন। জেলা মহিলা সমিতির পদাধিকারী ছিলেন বহুদিন ধরে। এরকম হৃদয়মনের আন্তরিক কর্মী আজকের দিনে বিরল। কমরেড শচীদির মরদেহে রক্তপাতাকা অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সিপিআই উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সম্পাদক শৈবাল ঘোষ। এআইটিইউসি’র পতাকা অর্পণ করেন নির্মল নাথ। উপস্থিত ছিলেন আঞ্চলিক পরিষদের নেতৃব্দের মধ্যে রামজী সাউ, আবদুল রহিম গণেশ সাউ অনন্ত খাড়া প্রমুখ। আলম বাজারের অধিবাসী ও শচীদির বহুদিনের সহযোদ্ধা সিপিআই রাজ্য সম্পাদক স্বপন ব্যানার্জি শোক ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। রবীন্দ্রপ্রসাদ কলকাতায় ট্রেড ইউনিয়নের কর্মসূচিতে ব্যস্ত থাকায় গভীর শোক ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। উত্তর চবিশ পরগনা জেলার মহিলা নেত্রী শ্রান্তি অধিকারী, মহিলা সমিতির রাজ্য সম্পাদক শ্যামশ্রী দাস গভীর শোক প্রকাশ করেন ও পরিবার ও শচীদির অনুরাগীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। আলম বাজার শ্মশানঘাটে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

<div><ul style="list-style-type: none"><li><div><span><span> </span> <span> </span></span></div><div>* পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি হাটাইয়ের বিরুদ্ধে</div></li><li><div><span><span> </span> <span> </span></span></div><div>* তৃণমূল সরকার ও লেলের দুর্নীতির প্রতিবাদে</div></li><li><div><span><span> </span> <span> </span></span></div><div>* মানুষের নজর যোরাতে তৃণমূলের অপচেষ্টার মুখোশ খুলতে</div></li></ul></div>
<div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div><div><b>বামফ্রন্টের বিক্ষোভ কর্মসূচি</b></div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div></div> <div>২৮-৩০ মার্চ রাজ্যব্যাপী সংগঠিত করুন</div> <div>২৮ মার্চ রাজ্যব্যাপী প্রচার</div>
<div>২৯ মার্চ কলকাতায় মহামিছিল</div>
<div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div><div>রামলীলা ময়দান থেকে লেনিন মূর্তি</div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div></div> <div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div><div><b>বিকাল ২টা ৩০ মিনিটে শুরু</b></div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div></div> <div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div><div>সিপিআই’র সকলে ভূপেশ ভবনে ১টা ৪৫</div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div></div> <div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div><div>মিনিটের মধ্যে সমবেত হোন</div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div></div> <div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div><div><b>৩০ মার্চ রাজ্যের সর্বত্র বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ</b></div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div></div> <div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div><div>হাটে বাজারে পাড়ায় মহল্লায় কলে কারখানায় অফিস কাছারি</div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div></div> <div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div><div>শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে</div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div></div> <div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div><div>যেখানে যেভাবে সম্ভব প্রতিবাদ সংগঠিত করুন</div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div></div> <div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div><div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div><div><b>বিজেপি এবং তৃণমূলের বিরুদ্ধে যাঁরাই সোচ্চার হতে চান</b></div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div></div><div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div><div>সকলের প্রতি এই কর্মসূচিতে সামিল হবার আহ্বান</div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div></div></div>
<div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div><div><div><b>—স্বপন ব্যানার্জি</b></div><div>পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক</div><div>সিপিআই</div></div></div>

<div><ul style="list-style-type: none"><li><div><span><span> </span> <span> </span></span></div><div>* বেকারী বিরোধী দিবসে কাজের দাবিকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি</div></li><li><div><span><span> </span> <span> </span></span></div><div>* রাজ্যের সমস্ত সরকারি দপ্তরে ৬ লক্ষ শূন্য পদে যোগ্যতার ভিত্তিতে স্বচ্ছ নিয়োগ</div></li><li><div><span><span> </span> <span> </span></span></div><div>* রাজ্যে ৮২০০’র বেশি সরকারি বিদ্যালয় বন্ধের পরিকল্পনা বাতিল</div></li><li><div><span><span> </span> <span> </span></span></div><div>* সকল নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে দ্রুত তদন্ত শেষ করে জড়িত তৃণমূল নেতা-মন্ত্রীদের কঠোর শাস্তি</div></li><li><div><span><span> </span> <span> </span></span></div><div>* শাস্তিপূর্ণভাবে পঞ্চায়েত নির্বাচন করা</div></li></ul></div>
<div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div><div><div><b>—ইত্যাদি দাবিতে—</b></div></div></div>
<div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div><div><div>পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ৪ মহকুমা দপ্তরে</div></div></div> <div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div><div><div><b>বামপন্থী ছাত্র-যুব অভিযান</b></div></div></div>
<div>তমলুক<span> </span>: ২৮ মার্চ, জমায়েত বেলা ২টা হাসপাতাল মোড়</div> <div>কাঁথি<span> </span>: ৩০ মার্চ, জমায়েত বেলা ২টা</div> <div>হলদিয়া<span> </span>: ৩১ মার্চ, জমায়েত বেলা ২টা</div> <div>এগরা<span> </span>: ৪ এপ্রিল, জমায়েত বেলা ২টা</div>

<div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div><div><b>ম্যাক্সিম গোর্কির প্রতি শ্রদ্ধায়</b></div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div></div> <div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div><div><b>প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র প্রদর্শন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা</b></div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div></div> <div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div><div><b>২৭- ৩১ মার্চ</b></div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div></div> <div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div><div><b>গোর্কি সদন</b></div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div></div> <div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div><div><b>☐ ২৭ মার্চ<span> </span>: বিশিষ্টজনেদের উপস্থিতিতে উদ্বোধন</b></div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div></div> <div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div><div><b>প্রতিদিন ৪টা থেকে ৬টা খোলা থাকবে</b></div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div></div> <div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div><div><b>☐ ২৮ মার্চ<span> </span>: সকাল সাড়ে ৯টা থেকে রাশিয়ান ভাষার পড়ুয়াদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং</b></div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div></div> <div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div><div><b>বিকাল সাড়ে ৫টা থেকে লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিক, বিশিষ্টজনেদের মনোজ্ঞ আলোচনা</b></div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div></div> <div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div><div><b>☐ ২৯ - ৩১ মার্চ<span> </span>: প্রতিদিন বিকাল সাড়ে ৫টা থেকে চলচ্চিত্র প্রদর্শন</b></div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div></div> <div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div><div><b>আয়োজনে</b></div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div></div> <div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div><div><b>আইজেনস্টাইন সিনে ক্লাব, নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি এবং সিনে সেন্ট্রাল কলকাতা</b></div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div></div>
---

## আরপিএফের হাতে নিগৃহীত ব্যক্তি রেললাইনের ফিসপ্লেট খুলে দিলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : প্রতিশোধ নাকি অভিমানের প্রতিক্রিয়া? এই প্রশ্নই এখন চর্চিত হচ্ছে দিঘা-তমলুক রেললাইনের ধারে। কারণ আরপিএফ তথা রেল পুলিশের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহার এবং মারধরের জেরে বদলা নিতে রেললাইনের নাট-বল্টু খুলে দিল এক ব্যক্তি বলে অভিযোগ। তাঁর গায়ে হাত দেওয়া হয়েছিল বলে একরাশ অভিমান তৈরি হয়েছিল। তাই একাধিক ফিসপ্লেটের নাট-বল্টু খুলে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। দিঘা দেবেন দুলাল জগবন্ধু হাইস্কুলের অদূরের এই ঘটনা নিয়ে আলোড়ন পড়ে গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার কয়েকজন প্রাতঃ ভ্রমণকারী দিঘা-তমলুক রেললাইনের পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। তখন তাঁরা দেখেন দু

জায়গায় রেললাইনের ফিসপ্লেটের নাট-বল্টু খোলা রয়েছে। দিঘা দেবেন দুলাল জগবন্ধু হাইস্কুলের ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে এক যুবক নাটবল্টু খুলছেন দেখতে পান তাঁরা। তখন স্থানীয় বাসিন্দারা হাতেনাতে ধরে ফেলেন তাঁকে। যদিও পরে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। যা নিয়ে রীতিমত আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে এলাকায়। প্রশাসন সূত্রে খবর, ওই ব্যক্তি যখন স্টেশনে ঢুকেছিলেন তখন আরপিএফ নাকি তাঁকে মারধর করে বলে অভিযোগ। তাই অভিমানে রেললাইনের ফিশপ্লেট খুলে দেন তিনি। এদিকে রেললাইনে ফিশপ্লেট খোলা অবস্থায় একটি লোকাল ট্রেনও সেখান দিয়ে যায়। যদিও বড় কোনও বিপদ ঘটেনি। অন্য কোনও ট্রেন যাওয়ার আগেই

সকলের নজরে পড়ায় রক্ষা করা গিয়েছে বিপদ। স্থানীয় বাসিন্দারা রেলের অফিসে খবর দেন। তারা এসে ফিশপ্লেট সারাই করার পরই রেল চলাচল স্বাভাবিক হয়। সূত্রের খবর, অন্যদিকে এই কাণ্ড ঘটানোর আগে রেলস্টেশনের আরপিএফদের সঙ্গে বচসা হয় ওই ব্যক্তির। এই বচসা চলাকালীন আরপিএফ কর্মীরা তাঁকে মারধর করেন বলে অভিযোগ উঠেছে। তখন কিছু না বলে সরে গেলেও অভিমান এবং প্রতিশোধের জেরে ফিরে আসেন রেললাইনে। আর এমন কাণ্ড করে বসেন অভিযুক্ত। তড়িঘড়ি দিঘা রেলস্টেশনে খবর দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সত্া যদি কিছু ঘটে যেত তাহলে কত প্রাণ হারিয়ে যেত ট্রেন দুর্ঘটনায়।

## খাড়গেকে চিঠি দিয়ে পাশে থাকার বার্তা দিলেন দীপঙ্কর

**স্টাফ রিপোর্টার :** রাহুল গান্ধিকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে যেভাবে তার সাংসদ পদ খারিজ করল কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তা এক ধরনের ফ্যাসিস্ট ও বিপজ্জনক প্রবণতা। এর বিরুদ্ধে সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ দল ও মানুষকে একবাক্যভাবে গর্জে উঠতে হবে। শনিবার মৌলালি মোড়ে এক সমাবেশ থেকে এই দাবি তুলল সিপিআই(এমএল) লিবারেশন। এদিন রাহুল গান্ধির সাংসদ পদ খারিজের বিরুদ্ধে সিপিআই (এমএল) লিবারেশন শুধু মৌলীলি মোড়ে বিক্ষোভ সমাবেশই করেনি, এদিন দলের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কুশপুতলিকা দাহ করা হয়। এদিন মৌলালি মোড়ের বিক্ষোভ সভায় সিপিআই(এমএল) লিবারেশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য বলেন, স্বাধীনতার পর একটি ভয়ঙ্কর ফ্যাসিস্ট ও সাম্প্রদায়িক শক্তি বিজেপি দল ক্ষমতায়। এই বিজেপি দল আরএসএস ও কর্পোরেট মদতপুষ্ট। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির সাংসদ পদ খারিজ একটি রাজনৈতিক ছক। এক সময় মোদিজি বলতেন, কংগ্রেস মুক্ত ভারত গড়ার কথা। এখন তিনি বিরোধীকণ্ঠকে বন্ধ করতে চান। আমি মনে করি রাহুল গান্ধির সাংসদ পদ খারিজের ঘটনায় সমস্ত বিরোধী দলগুলিকে একত্রিত হয়ে প্রতিবাদে নামা। পাশাপাশি দেশের মানুষকে গর্জে উঠতে হবে। রাহুল গান্ধির একটাই অপরাধ যে, তিনি ভারত জোড়ো আন্দোলনকে সফল করেছেন। আর মোদির একান্ত অনুগত গৌতম আদানির প্রতারণা নিয়ে সরব হন। তিনি মোদি সরকারের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাগুলিকে একের পর এক আদানি-আস্থানিদের হাতে ছেড়ে দিচ্ছেন তার জন্য প্রতিবাদী হন। আদানির শেয়ার প্রতারণা নিয়ে জেপিসি-র দাবি করেন। মোদির সব পর্দা ফাঁস করতে রাহুল গান্ধি একটি কণ্ঠ। আর সেই কণ্ঠকে স্তব্ধ করতে চার বছর আগের একটি মানহানির মামলাকে পুনর্জীবিত করে রাহুল গান্ধির সাংসদ পদ খারিজ করা হল। আমি এ নিয়ে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে পাশে থাকার বার্তা দিয়ে চিঠি দিয়েছি।

এদিন বক্তব্য বলেন সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের রাজ্য সম্পাদক অভিজিৎ মজুমদার। সভা সঞ্চালনা করেন সংগঠনের নেতা আইনজীবী দিবাকর ভট্টাচার্য। বিক্ষোভ সভায় সামিল হন সংগঠনের নেতা কার্তিক পাল, পার্থ ঘোষ, বাসুদেব বসু, অতনু চক্রবর্তী প্রমুখ। এদিকে এদিন কংগ্রেস এই ঘটনায় কলকাতার বটবাজার, বড় বাজার, ভবানীপুর, হাজরা, গড়িয়াহাটে বিক্ষোভ মিছিল করে। কোথাও কোথাও মিছিল আটকে দেয় পুলিশ বলে অভিযোগ।

## আজ বন্ধ হাওড়া-ব্যান্ডেল কর্ড শাখার লোকাল

**স্টাফ রিপোর্টার :** বেলানগর স্টেশনে ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিংয়ের কাজের জন্য আজ ২৬ মার্চ অর্থাৎ রবিবার হাওড়া-বায়ান কর্ড শাখায় সব ট্রেন বাতিল। এটা বিস্তৃতি দিয়ে জানিয়েছে পূর্ব রেলওয়ে। রবিবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন হলেও কর্ড শাখায় সব ট্রেন বাতিল, ফলে যাত্রীরা দুভোগের মুখে পড়বেন বলে আশঙ্কা করছেন অনেকে। ওইদিন ওয়েস্ট বেঙ্গল

<div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div><div><b>স্কিম কর্মীদের সভা</b></div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div></div>
<div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div><div><b>এআইটিইউসি রাজ্য কাউন্সিলের উদ্যোগে</b></div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div></div> <div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div><div><b>পশ্চিমবঙ্গের অঙ্গনওয়াড়ি আশা কর্মী প্রভৃতি স্কিম কর্মীদের সভা</b></div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div></div> <div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div><div><b>২ এপ্রিল বেলা ১২টা থেকে</b></div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div></div> <div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div><div><b>এআইটিইউসি রাজ্য দপ্তর</b></div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div></div> <div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div><div><b>উজ্জ্বল চৌধুরী</b></div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div></div> <div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div><div><b>সাধারণ সম্পাদক</b></div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div></div> <div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div><div><b>এআইটিইউসি প.ব. কমিটি</b></div><div><span><span> </span> <span> </span></span></div></div>

## ভাড়া বৃদ্ধির দাবিতে পরিবহণ মন্ত্রীকে চিঠি ট্যাক্সি অপারেটার্স ইউনিয়নের

**স্টাফ রিপোর্টার :** ট্যাক্সি ভাড়া বৃদ্ধি ও ট্যাক্সি চালকদের প্রতি পুলিশি নির্যাতন বন্ধ এবং মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যাক্সি অপারেটার্স ইউনিয়ন (এআইটিইউসি) পরিবহণমন্ত্রী মোহাশিস চক্রবর্তীকে চিঠি দিয়েছে। সেই চিঠির প্রতিলিপি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠানো হয়েছে সংগঠনের রাজ্য-আহ্বায়ক নওল কিশোর শ্রীবাস্তব সাংবাদিকদের জানান। তিনি বলেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকারও রাজ্যের তৃণমূল সরকার শ্রমজীবী মানুষকে মেরে ফেলার কুচক্রী। জিনিসপত্রের দাম আশুন ছৌঁওয়া। তার ওপর পেট্রোল-ডিজেল সহ জ্বালানির দামও দারুণভাবে বেড়ে গেছে। এই অবস্থায় ট্যাক্সি চালকদের জীবনযাপন করা খুবই কঠিন। তার ওপর রাজ্য সরকারের পুলিশ যত্রতত্র ট্যাক্সি চালকদের ওপর খুব নির্যাতন করছে এবং তাদের ওপর মিথ্যা মামলা দায়ের করছে।এ এক ভয়ানক প্রবণতা ট্রাফিক পুলিশের।

## হাসপাতালে বসেই পরীক্ষা অসুস্থ পরীক্ষার্থীর

**স্টাফ রিপোর্টার :** শনিবার ঘড়ির কাঁটায় তখন ১১টা ৪৫ মিনিট, কেমিস্ট্রি পরীক্ষা চলাকালীন আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়ল উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী শিল্পা ধারা। নৃপেন্দ্রনাথ স্কুলের ওই ছাত্রীর সিট পড়েছিল বাঁশদ্রোনির কাছে খানপুর নির্মলাবালা গার্লস হাইস্কুলে। ছাত্রীটি অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পরই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা কেয়া চক্রবর্তী, তড়িঘড়ি যোগাযোগ করেন ছাত্রীটির পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। এমনকি বিষয়টা জানানো হয় নৃপেন্দ্রনাথ স্কুলেও। এরপরই তিনি খবর দেন ৯৮নং ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি অরূপ চক্রবর্তীকেও। সবার সহযোগিতায় শিল্পা ধারা নামে ওই পরীক্ষার্থীকে নিয়ে যাওয়া হয় এম আর বাম্ধুর হাসপাতালে। সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলে। ওই ছাত্রীটি জানায়, সে পরীক্ষা দেবেই। ছাত্রীটির এই অদম্য জেদ দেখে, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন সকলে। হাসপাতালেই ব্যবস্থা করা হয় পরীক্ষার। হাসপাতালের সুপার জানান, ওই ছাত্রীটি এখন সুস্থ রয়েছে। বেড়ে বসেই পরীক্ষা দিয়েছে। ছাত্রীটির মা, জি ২৪ ঘণ্টাকে জানান, মেয়ের নার্ভের প্রবলেম রয়েছে। পরীক্ষা চলাকালীন সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তবে সবাই এগিয়ে আসতেই ছাত্রীটি পরীক্ষা দিতে পেরেছে।



যশোর রোডের ধার বরাবর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গাছ কাটার বিরুদ্ধে এবং সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ভিত্তিতে শনিবার প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনের পর মানববন্ধন ও মিছিল।

 ফটো : সুদীপ দাস

## ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

১ পৃষ্ঠার পর নিজেদের দাবি করলেও তাদের মতাদর্শ বিদেশ থেকে গ্রহণ করছে। সমাজবাদের নাম নিয়ে জার্মানিতে হিটলার ক্ষমতায় এসেছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল ইহুদি, খ্রীষ্টান, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী ও কমিউনিস্টদের নিধন করার। আরএসএস-এর লক্ষ্যবস্তুও মুসলমান, খ্রিষ্টান ও কমিউনিস্টরা। সার্বিক বিকাশের নাম করে দক্ষিণপন্থী অতি ধনীদের জোটের নমুনা আদানিদের হাতে দেশের আকাশ, ভূমি, পাতালের সম্পদ তুলে দিতে চায় মোদি সরকার। আদানি কান্ডের আলোচনা আটকাতে, সংসদ অচল করে রাখতে চায় বিজেপি। বিরোধীরা যাতে আলোচনা না করতে পারে তার জন্য তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে। এইদিন প্রারম্ভিক ভাষণে বিপিবিইএ চেয়ারম্যান কমল ভট্টাচার্য বলেন যে, বিপিবিইএ দলমত নির্বিশেষে সমস্ত ব্যাঙ্ক কর্মীদের সংগঠন, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার যে মতাদর্শ নিয়ে চলেছে তার বিরোধীতা না করলে সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণ, ইউনিয়ন করার অধিকার কেড়ে নেবার চেষ্টা করছে কেন্দ্র। এই সার্বিক আক্রমণকে প্রতিহত করতে ইউনিয়নকে শক্তিশালী করে সংগ্রামের পথে অব্যাহত থাকবে বিপিবিইএ। সম্পাদকীয়

### সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়ে নয়া নির্দেশিকা রাজ্যের

## পরদিনই তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার ২

**স্টাফ রিপোর্টার :** আদালতের চাপে রাজ্যে সিভিক ভলান্টিয়ারদের কাজের পরিধি বেঁখে শুক্রবারই নির্দেশিকা জারি করেছে নবায়। তার পরদিনই বালির ট্রাকে তোলাবাজির অভিযোগে পূর্ব বর্ধমানের মেমারি থানা এলাকায় গ্রেফতার হলেন ২ সিভিক ভলান্টিয়ার। সিভিক ভলান্টিয়ারদের নিয়ে নয়া নির্দেশিকা জারি করল রাজ্য সরকার। আদতে সিভিক ভলেন্টিয়ারদের ভূমিকা ঠিক কী? তা জানতে চেয়ে আদালতের নির্দেশ ছিল, ২৯ মার্চের মধ্যে গাইডলাইন প্রকাশ করতে হবে। হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে নির্দেশিকা জারি করল রাজ্য পুলিশ। রাজ্য পুলিশের তরফ থেকে নির্দেশিকায় স্পষ্ট করে জানানো হলো, এবার থেকে, কোনরকম আইন-শৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতিতে সিভিক ভলেন্টিয়ারকে ব্যবহার করা যাবে না। আইনশৃঙ্খলার সঙ্গে জড়িত কোনও দায়িত্বপূর্ণ কাজ সিভিক ভলান্টিয়ারদের দেওয়া যাবে না। রাজ্য পুলিশের পক্ষ থেকে সিভিক ভলান্টিয়ারদের নিয়ে এই মর্মে জারি হল সার্কুলার। নির্দেশিকায় সিভিক ভলান্টিয়ারদের কাজের দায়িত্ব এবং কর্তব্য নিয়ে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পুলিশকে সহযোগিতা করেন সিভিক ভলান্টিয়াররা। বিভিন্ন উৎসবে ভিড় সামলানো, বেআইনি পার্কিং রোখা ও মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পুলিশকে সাহায্যকারীর ভূমিকা থাকবে তাদের। প্রসঙ্গত, রাজ্য পুলিশে এখন ১ লক্ষ ৭ হাজার ১৫ জন সিভিক ভলান্টিয়ার রয়েছেন। পাশাপাশি কলকাতা পুলিশ এলাকায় রয়েছে ৬ হাজার ৯৩২ জন। এবং সিভিক ভলান্টিয়ারদের বেতন ৯ হাজার

টাকা। এদিকে তোলাবাজির ঘটনায়, থানা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে চকদিধি মোড় থেকে তাঁদের গ্রেফতার করেন টহলরত পুলিশকর্মীরা। পুলিশের এই তপরতায় প্রশ্ন, তবে কি সিভিক ভলান্টিয়াদের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে জনরোষ টের পেয়েছে রাজ্য সরকার? পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার দুপুর ৩টে নাগাদ মেমারি চকদিধী মোড়ে দুটো বালি বোঝাই ট্রাককে জোর করে দাঁড় করিয়ে ওই দুই সিভিক ভলেন্টিয়ার তোলা আদায়ের চেষ্টা করছিল। ট্রাকচালক তোলা দিতে অস্বীকার করায় তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দেয় তারা। মেমারি থানার পাল্লা এলাকার মামুদপুর বাসিন্দা ট্রাক ডাইভার বিপ্লব বিশ্বাসের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে মেমারি থানার পুলিশ এদিন ভোরে ওই সিভিক ভলেন্টিয়ার দুজনকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের নাম রাজকুমার মাম্মা ও শেখ আশিকুল রহমান। ধৃতরা মেমারি পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের খাঁড়োর বাসিন্দা। ধৃতদের এদিন সুনির্দিষ্ট ধারা রুজু করে বর্ধমান আদালতে পাঠানো হয়। ট্রাক চালকের দায়ের করা তোলাবাজির অভিযোগের ভিত্তিতে সিভিক ভলান্টিয়ারের গ্রেফতারিকে চোখে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা বলছেন বিরোধীরা। তাঁদের দাবি, আদালতের চাপের মুখে এখন সিভিক ভলান্টিয়ারদের নিয়ে বিপাকে পড়েছে রাজ্য। আদালত সিভিক ভলান্টিয়ারদের নিয়োগ বেআইনি ঘোষণা করলে সেই বিপদ আরও বাড়বে। তাই আদালতকে দেখানোর জন্য কয়েকজনকে গ্রেফতার করে পিঠ বাঁচানোর চেষ্টা করছে রাজ্য সরকার।

### সাভারকার নই যে

### ক্ষমা চাইব

১ পৃষ্ঠার পর আমার কণ্ঠরোধের। সতোর জন্যে, দেশের গণতন্ত্রের জন্যে আমার লড়াই থামবে না। প্রসঙ্গত, চেণ্ডুড়ে কংগ্রেসি বিক্ষোভ এবং রাখলের ঝাঁঝালো আক্রমণে বিজেপি দৃশ্যত যথেষ্ট কোণঠাসা। তবুও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ এদিন পাষ্টা অভিযোগ করে বলেন, কণ্ঠটিকে নির্বাচনী ফয়দা তোলার জন্যে কংগ্রেসি রাহুল গান্ধিকে শহিদ বানাতে চাইছেন। উচ্চ আদালতে মামলার সময় তো তার আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ ছিল। তিনি সেই সুযোগ নেননি কেন?

### ওএমআর শিটে নম্বর বদলের দর

১ পৃষ্ঠার পর তৎকালীন প্রোগ্রাম অফিসার সেই ফেল করা প্রার্থীদের নম্বর বাড়াতেন। যাতে তাঁরা প্যালেস বা ওয়েটিং লিস্টে চলে আসেন। সুবীরেশ ভট্টাচার্য কথা মতোই এসএসসি-র নথিতে থাকা অকৃতকার্য প্রার্থীদের নম্বর যেভাবে বাড়ানো হত, ঠিক তেমনই এনওয়াইএসএ-র হেফাজতে থাকা নথিতেও সেই প্রার্থীর নম্বর ঠিকভাবেই বাড়িয়ে দেওয়া হত। আর এই ব্যাপারে সাহায্য করতেন এনওয়াইএসএ-র ভাইস প্রেসিডেন্ট নিলাদ্রী দাস। নম্বর বাড়ানোর পর, নতুন তথ্যও এসএসসি-র হাতে তুলে দেওয়ার দায়িত্ব ছিল ওএমআর শিট মূল্যায়ণকারী বেসরকারি ওই সংস্থার এই অফিসারের। শুক্রবার নিজাম প্যালেসে দীর্ঘক্ষণ জেরার পর নিলাদ্রীকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই। সিবিআইয়ের সূত্রে দাবি, গ্রুপ-সির ৩৪৮১ টি, গ্রুপ-ডির ২৮২৩ টি, নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ৯৫২টি এবং একাশ-বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ৯০৭টি ওএমআর শিট বিকৃত করা হয়।

## আন্ডার ইনভেস্টিগেশন

👉 এগাংক্ষী গোস্বামী



হাসপাতালের নাম আশার আলো । এখানে ভর্তি হওয়া রোগীরা কতটা আশার আলো দেখতে পায়, সেটা বিচার্য বিষয়। আপাতত এই হাসপাতালের পাঁচতলায় পঞ্চাশ বেডের বাচ্চাদের ওয়ার্ড। এক থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত বয়সের সন্তর জন বাচ্চা ভর্তি আছে। দু’জন সিস্টার হিমশিম খাচ্ছে। আজ অন্যদিনের তুলনায় একটু বেশিই ভর্তি হয়েছে। প্রায় সব বাচ্চারই নাকে অক্সিজেন লাগানো। একজন আছে ভেন্টিলেটর সাপোর্টে।

ডিউটিতে আছে দুজন জুনিয়র ডাক্তার। শান্তিশিষ্ট স্বভাবের অভিরূপ সেন আর একটু একরোখা, সোজাসাপ্টা কথা বলার আকাশ দাস। সব পেশেন্টের ইনভেস্টিগেশন পাঠানো, হিস্টি নোওয়া, ডিরেকশন দেওয়া, পাটিমিট–সবকিছু তাদের উপর ন্যস্ত। রবিবারে তো বড় ডাক্তার বাবুর দেখাই মেলে না।

জানি না আজ কখন ঘরে ফিরব, অবস্থা খুব খারাপ—বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল অভিরূপ।

আকাশ একভাবে ভেন্টিলেটরে রাখা বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে আছে। মনে মনে ভাবছে ফুটফুটে বাচ্চাটার জন্য বোধহয় কিছুই করতে পারব না।

হঠাৎ অভিরূপ বলে উঠল, আচ্ছা বলতো সব রিপোর্ট না পেলে কিভাবে পাটিমিট করব? আমরা কী এখন অত বুঝি না কি?

আকাশ বলল, বাঃ রে, ডাক্তার হয়েছিস, বাড়ির লোককে রোগীর অবস্থা বলবি না, তা আবার হয় নাকি? বড় স্যারের মত বলবি, কেস আন্ডার ইনভেস্টিগেশন। মানে, রিপোর্ট না আসার আগে কিছু বলা যাবে না। আর সুবিধার না দেখলে তো পথ খোলাই আছে—রেফার। সত্যি, দিনের পর দিন না খেয়ে, না ঘুমিয়ে, বাড়ির লোকজন ভগবান নামক আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, আর আমরা! রোটেশনালি স্যারেরা একজন যদি আমাদের সঙ্গে থাকেন তাহলে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে পেশেন্টের, এবং পেশেন্টের বাড়ির লোকের—সবারই উপকার হয়।

ভেন্টিলেটরের বাচ্চার বাড়ির লোককে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, আপনার বাচ্চা ভালো নেই। কিন্তু বাকিদের? এই ভালো তো এই খারাপ। বড় বেশি ঝালাচ্ছে এই ভাইরাসটা—বিরক্তির সঙ্গে বলল অভিরূপ।

আকাশ বলল, মনে আছে, যদি সেই দশ নম্বর বেডের বাড়ির লোকের মতো হয়, তাহলে হয়ে গেল। ডাক্তার বাবু, আমার বাচ্চাটার স্যাচুরেশন ঠিক আছে? অক্সিজেন কত লিটার, কিসে পাচ্ছে? রিপোর্টগুলো ঠিক আছে? মুখে কিছু খেতে পারবে...। বাব্বা!

অভিরূপ বলল, এখন রেফার করলেও মুশকিল, অনেক প্রশ্ন করে। কিন্তু কী করব? কিছু একটা হলে তো মার খেয়ে মরব।

তার চেয়ে রেফার করাই ভালো।

আকাশ একটু খোঁচা দিয়ে বললো, মরে ওরা মরুক, কি বল? এর মধ্যে সিস্টার এসে বলল, ভেন্টিলেটরের পেশেন্টেটা একটু তাড়াতাড়ি দেখুন।

তড়িঘড়ি করে দুজনেই দেখতে গেল।

সিপিআর দিতে শুরু করল। সিস্টারকে উদ্দেশ্য করে বলল আকাশ, একটা ইনজেকশন অ্যাড্রিনালিন দেবো। রেডি করুন আর আরএমও—কে কল করুন।

রবিবার, একজন আরএমও। আরো দুটো ওয়ার্ড—এর দায়িত্ব আছে তারা। তাকে খুঁজে বের করতে গিয়ে ওয়ার্ড বয় বিবেক, বিবেক শূন্য হয়ে এসে সিস্টারের সঙ্গে ঝগড়া বাঁধিয়ে দিল।

আরএমও স্যার বেশ কিছুক্ষণ পরে এলেন। ততক্ষণে সব শেষ। জুনিয়রদের উদ্দেশ্য করে বললেন, এখনই ভেন্টিলেটর খুলিস না। বাড়ির লোককে ডেকে আগে লেখা, পেশেন্টের কন্ডিশন ভালো নেই।

আকাশ বলল, তারপর? আজ আমরা একা পাটি মিট করতে পারব না। আপনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন।

তিনজন নিঃশব্দে লিফটে করে নামছে।

লিফটের সামনে আছে প্রতিদিনের মতো কিছু অসহায়, নিরুপায় মানুষের সারি। যারা উৎকণ্ঠার সঙ্গে অপেক্ষা করে আছে ডাক্তারের মুখ থেকে আশার বাণী শোনার জন্য।

যে মায়ের কোল অনেক আগেই খালি হয়ে গেছে, সে এখনই জানতে পারবে না। কেউ হয়তো একটু ভালো খবর শুনবে। বেশিরভাগই জানবে, রিপোর্ট না এলে কিছু বলা যাবে না, আপনরা ইচ্ছে করলে ভালো জায়গায় নিয়ে যেতে পারেন।

বিটু ঘুম থেকে ওঠে সকাল সাড়ে পাঁচটায়।

আজও উঠে ব্রাশ করে

এক গ্লাস দুধ খেয়েই গলা ধরে ঝুলে পড়ল, মা আজ তো গরমের ছুটির শেষ দিন। আমি পড়ব না সারাদিন।

আমার মনটা ছুটে গেল সেই আমাদের ছোটবেলায়... যখন গরমের ছুটির দিনগুলো আমরা ছোট্টাছুটি করেই কাটিয়ে দিতাম, আর শেষের দিনগুলোয় হুড়োহুড়ি লাগত হোমটাঙ্ক করা়।

বিটুর হোমটাঙ্ক তো কবেই শেষ হয়ে গেছে। তাই বললাম , যা আজ তোর ছুটি।

বিটুর ন বছরের ছোট্ট মুখটায় যেন ন’শো ওয়াটের বাষ্প জ্বলে উঠল।

এমন সময় কলিং

বেল... টিং টং...

পুঁটির মা এসেছে কাজ করতে।

পুঁটির মার কাজ আর বকবকানি একসঙ্গেই চলে। দুটোই শেষ হল ঠিক সাড়ে আটটায়।

ওপরে গিয়ে দেখি অতনু বসেছে ছেলেকে নিয়ে। ও হয়তো একদিনেই ছেলেকে আইনস্টাইন বানিয়ে ছাড়বে।

বিটুর মুখটা শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। তবু আমি কিছু বললাম না। কারণ, আমার আর অতনুর মধ্যে একটা অলিখিত চুক্তি আছে —একজন যখন বিটুকে শাসন করবে বা পড়াবে তখন অন্যজন কিছু বলবে না। তবু বিটুর মুখটা দেখে মায়া হল। অতনুকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললাম, আজ বিটুকে ছেড়ে দাও না।

আমার কথাতে অতনু যেন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল, তোমার আঙ্কারাতেই মাথায় উঠেছে ও, গতবার ফোর্ধ হয়েছিল আর এবার সেভেঙ্...আমি কিছুই বলতে পারলাম না অতনুর কথার জবাবে। বলতে পারলাম না, সি এ তে চারবার ডিগবাজি খাওয়া অতনুর ছেলের শুধু কোনোমতে পাশ করে ক্লাসে উঠলেই চলবে। বিটুকে নিয়ে আমার কোনো উচ্চাশা নেই।

বিটু...আমার একরত্তি বিটু শুধুমাত্র অনেকটা আলো আর অনেকখানি আকাশ হয়ে বেঁচে থাকুক আমাদের সাড়ে চারশো স্কয়ার ফিটের টুকরো অবকাশে।

বিটু অতনুর হাত থেকে ছাড়া পেল বেলা এগারোটায় । তারপরই দৌড়ে রান্নাঘরে গিয়ে বলল মা আজ চলোনা তুমি আমি গঙ্গায় নাইতে যাই। সবে গতমাসেই সেরা সুইমারের সার্টিফিকেটখানা পেয়েছে বিটু। আমি তাই সানন্দে রাজি হয়ে গেলাম। এমন সময় আবার টিং টং....নিচে

## জোনাকি

👉 সূতপা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী

গিয়ে দরজা খুলেই দেখি ছোট ননদ আর নন্দাই সশরীরে হাজির। আজ তিন বছর হল বিয়ে হয়েছে আমার ছোট ননদ মিমিরা। এখন বাচ্চা হবে। ডাক্তার ডেট দিয়েছে সপ্টেম্বরে। এটা জুন। এখন এই রোদ মাথায় নিয়ে ঘুরতে বেড়াতে কি করে ইচ্ছে হয় কে জানে? অতনু তো বোনকে দেখেই গলে গেছে। বিটুর খাওয়া হয়ে গেছে। বিটু বলে উঠল চলো না মা এবার যাই...

মিমি বলে উঠল কোথায় যাবি রে?

বিটু ততক্ষণে অবস্থা বুঝে গেছে। তাই মুখ চুন করে বলল, গঙ্গায় নাইতে...মায়ের সঙ্গে ...আমি বুঝতে পারছি বেকায়দায় পড়ার আগে বিটু শেষ ঢাল হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিল আমাকেই। কিন্তু আমি যে একটি অপদার্থ ঢাল সেটা বোঝা গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। মিমি ততক্ষণে রে রে করে তেড়ে এসেছে, তোমার কি মাথাটাই খারাপ হয়ে গেল নাকি গো বৌদি? অতটুকু ছেলেকে কেউ গঙ্গায় নাইতে নিয়ে যায় নাকি? এখন ডুবে মরলে কে দেখবে? আমার বাপের বংশের একমাত্র ধন... আমার শেষ অস্ত্রটা প্রয়োগ করলাম, বিটু তো সেরা সুইমার হয়েছে। গতমাসেই...

তখন রণক্ষেত্রে নেমে পড়েছে অতনুও। বলছে, জানিসই তো ওর মাথায় সবসময় পোকা নড়ে। এখন ছেলেটার মাথায়ও সেই পোকাই ঢোকাচ্ছে। কিছু হয়ে গেলে তো ওর আর কি... ও তো কেঁদে ভাসাবে আর আমাদের দৌড়ে বেড়াতে হবে।

নন্দাই তাতে আবার ফোড়ন কাটল, যাই বলুন দাদা, আমার বৌটি কিন্তু অমন নয়, একাই একশো।

বিটু তক্ষণে চুপসে যাওয়া বেলুনের মতো করে নেতিয়ে পড়েছে।

এরপর দিনভর চলল ননদ, নন্দাই আর অতনুর হাসি, মজা গল্প আড্ডা... আর আমার কাজ হল ওদের আড্ডার মাঝখানে চা কফি ভাজাভুজি সরবরাহ...আর আমার একরত্তি বিটুর কাজ হল সেই পদার্থগুলো রান্নাঘর থেকে ওদের কাছে পৌছে দেওয়া।

বিটুর হই ছল্লোড় নিষেধ....কারণ ছোট পিসির শরীর খারাপ। সারাদিন মন মরা হয়ে থাকল ছেলেটা... আমি সাহ্চর্য্য দিলাম বিকেল হলেই খেলতে যাবি

মাঠে...এখন একটু ঘুমিয়ে নে আমার পাশে শুয়ে গল্প শুনতে শুনতে। সবে শুরু করেছি ঠাকুরমার ঝুলি থেকে... এমন সময় মিমির এ ঘরে আবির্ভাব...কারণ তার এখন রেস্ট প্রয়োজন.... আমি বলতে পারলাম না পাশেই বিটুর ঘরে শোওনা মিমি ....তাই বিটুকেই আমার বিছানা ছেড়ে নিজের ঘরে চলে যেতে হল। এরপর সারা দুপুর ধরে মিমির শাশুড়ি আর শশুর বাড়ির কেচ্ছা বর্ণনা শুরু হলো। সাড়ে তিনটের সময় আকাশ কালো করে নামল বৃষ্টি। ব্যাস বিটুর সাধের বিকেলটাও মাটি ... ভগবানকে মনে প্রাণে ডাকলাম বৃষ্টি থামানোর জন্য....বৃষ্টি থামল.... তবে সন্ধ্যা সাড়ে ছটায়.... তখন সন্ধ্যা... মিমিরা বাড়ি ফেরার তোড়জোড় শুরু করেছে... এমন সময় বিটু কানে কানে বললো, মা আমি একটু কার্টুন দেখব ....আমি বললাম দেখ গিয়ে.... বসার ঘরে সবে টিভিটা চালিয়ে বসেছে বিটু ...অতনু এসে বলল সারাটা দিন তো পিসির সঙ্গে একটা কথাও বললি না আর এখন বসে গেলি টিভি নিয়ে... আমাকে ছোট নন্দাই এসে বলল—সাথে কি টিভিকে বোকা বাঝ বলে? এই টিভিই তো বাচ্চাদের বারোটো বাজালো....

এখন কোনো বাচ্চা বিকালে খেলা করে মাঠে? সারাদিন টিভি নিয়ে পড়ে আছে....অতনু ফট করে টিভিটা বন্ধ করে দিয়ে বলল, দেখুন না বিটুর তো আজ গরমের ছুটির শেষ দিন। একবারও দেখলেন ওকে বাড়ির বাইরে যেতে সারাদিন শুধু ঘরের মধ্যে কুটুর কুটুর। আর এসবের মূলে আছে মায়েরাই ... মায়েরাই ছেলেগুলোর সর্বনাশ করছে সারাদিন বাড়ির মধ্যে রেখে... বোকা স্বার্থপর একটি প্রজন্মের জন্ম দিচ্ছে। মিমিরা চলে গেল .... আমি টিভিটা খুলে বিটুকে নিয়ে বসলাম কার্টুন দেখতে, ঠিক ২ মিনিট হল তারপরই লোডশেডিং... আধঘন্টা অপেক্ষা করার পর যখন কারেন্ট আর আসলো না অতনুকে বললাম চলো আজ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ি। কাল সকালেই তো বিটুর স্কুল। অতনু রাজি হওয়াতে খেতে বসলাম.... বিটু খেতে খেতে বলল মা আজ আমি তোমাদের ঘরে শোবো। তোমাদের ঘরে জানালার পাশে কামিনী গাছ

থেকে জোনাকি এলে ধরবো। অতনু বলল সবই ঠিক আছে, কিন্তু জোনাকি ধরতে যেও না। ওতে ইনফেকশন হবে।

রাত সাড়ে নটা বিটু ঘুমিয়েছে, ও আমার পাশে শুয়ে আছে। অন্য পাশে অতনু শরীর খেলায় মারতে চাইছে। একটা জোনাকি ঢুকলো ঘরে....আমি বললাম অতনু ছাড়ো...অতনু বলল কেন আবার কি হলো? আমি বললাম জোনাকি ধরবো আমি।

ও বলল কি পাগলামি করছো পিউ?

আমি কোনো কথা না বলে একটা ছোট শিশি এনে জোনাকিটাকে ধরে ফেললাম....

শিশির ঢাকনায় ব্লাউজ থেকে সেফটিফিন খুলে ফুটও করলাম ....রেখে দিলাম বিটুর মাথার কাছে....যাতে কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে ওর চোখে পড়ে....তারপর গিয়ে অতনুর পাশে শুলাম ...অতনু বলল মাঝে মাঝে কি যে পাগলামি ভর করে আমার পাগলি বউটার মাথায়....আমি মনে মনে বললাম ও তুমি বুঝবে না অতনু ....কারণ তুমি তো আর মা নও।

পরদিন সকালে চোখ খুলেই দেখি ঘড়িতে ছটা বাজে উফ কি দেরি হয়ে গেল.... এখন কি যে করি তাড়াতাড়ি বিটুকে ঘুম থেকে তুলে বাথরুমে পাঠালাম... ওর আবার বাথরুম স্নান সারতে এক ঘন্টা... আমি রান্নাঘরে দৌড়ালাম। ব্রেকফাস্ট বানাতে.... ব্রেকফাস্ট বানিয়ে বিটুকে খেতে দিয়ে চা বানাতে দৌড়লাম। অতনুকে আবার বেড টি দিয়ে ডাকতে হবে... বাবুর ঘুম ভাঙ্গিয়ে এসে দেখি বিটু ইউনিফর্ম ব্যাগ নিয়ে রেডি... তাড়াতাড়ি ওকে জুতো মোজা পরিয়ে নিয়ে যাই মোড়ের মাথায়।

ওখানেই ওকে বাসে তুলে দিয়ে এসে এবার অতনুকে গোছগাছ করে দিলাম। অতনু বেরিয়ে গেল এইমাত্র। বিছানা তোলা হয়ে গেছে... চাদরটা ঝাড়তে গিয়ে হঠাৎ কালকের শিশিটা মাটিতে পড়ল। চুরমার হয়ে ভেঙে গেল। এমা এটার কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম। দেখি জোনাকিটা উড়ে পালাতে চাইছে, ধরতে গোলাম... ধরেও ফেললাম... জোনাকিটাকে। কে? তারপরই ভাবলাম বিটুকে কখন দেবো এটা? স্কুল থেকে এসে টিউশন তারপর হোম টাঙ্ক অবশেষে ঘুম....কাল স্কুল থেকে এসে সাঁতার হোম টাঙ্ক ঘুম... পরশু ক্যারটে...তারপর দিন ছবি আঁকা...কবে দেবো? তাই জোনাকিটাকে ছেড়েই দিলাম।

## দ্বন্দ্ব

👉 শ্যামলকুমার প্রামাণিক

আমার জন্মভূমি নীলগ্রামের উত্তরদিকটা ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। নদীর কাছে আমাদের গ্রাম। এই গ্রামের মানুষেরা অধিকাংশই নিম্নবর্ণীয়। এদের পূর্বপুরুষেরা এসেছিল বিভিন্ন স্থান থেকে এবং জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন করেছিল।

আমার জন্মের গ্রাম ছিল এক আশ্চর্য পৃথিবী। সেখানে অভাব আছে, দুঃখ আছে, কষ্ট আছে। আবার তার তিন দিক জুড়ে আছে মাঠ। একদিকে প্রবাহিত গঙ্গা। সেই নদীর বুকে জেলেরা মাছ ধরে, মাঝিরা নৌকা নিয়ে যায় দূরবর্তী কোনো স্থানে।

দুর্গন্ত বালকেরা নদীর বুকে সাঁতার কাটে। এই গ্রামের মানুষেরা পরিশ্রমী, সহজ, সরল। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তারা খাটে রোদে এবং বৃষ্টিতে। জমিতে তারা শস্যের বীজ বপন করে। তাকে বুক দিয়ে আগলে রাখে। এখানে হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি বসবাস করে। তাদের মধ্যে কোনো বিভেদ, হানাহানি ছিল না।

আমাদের গ্রামে কোনো মন্দির অথবা মসজিদ ছিল না। শুধুমাত্র গ্রামের উত্তরদিকে জঙ্গলের নিকটবর্তী একটি স্থানে ছিল কতকগুলি ইটের চুন সুরকি দিয়ে গাঁথা তিন হাত উঁচু স্তম্ভ। স্তম্ভের মাথায় একটি আখলা ইট বসানো। এই জায়গাটাকে আমরা বলতাম নস্য গাজীর থান। গ্রামের হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকল নারী পুরুষেরা নস্য গাজীর থানে ধূপ ধূনা জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা জানাত, মানত করত। ঠাকুরমার কাছে শুনেছিলাম, অনেককাল পূর্বে এখানে এক মুসলমান গাজী পীর এসেছিলেন। তখন এই গ্রামের কয়েকটি পরিবার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল।

এই গাজী পীর আমাদের গ্রামে কয়েক বছর ছিলেন। তারপর তিনি যে কোথায় চলে গিয়েছিলেন তার খবর এই গ্রামের কেউ রাখেনি। তবে যাবার আগে গ্রামের প্রান্তে একটি স্থান চিহ্নিত করে চুন সুরকি দিয়ে গাঁথা ইটের এই ছোট স্তম্ভটি রেখে গিয়েছিলেন। আমার পূর্বপুরুষেরা এই স্থানটির খোপবাড় পরিস্কার করে বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে দিয়েছিলেন। গ্রামের সকল মানুষেরা এখানে আসত। কেউ কাউকে প্রশ্ন করেনি, তারা হিন্দু না মুসলমান। এভাবেই অতিবাহিত হয়েছিল অনেক দিন।

কিন্তু সেই সম্প্রীতির মধ্যে একদিন দেখা দিল অবিশ্বাস বাবরি মসজিদ আর রাম মন্দিরের দ্বন্দ্ব। আর সেদিনই এই গ্রামে এসেছিল সুধনা ঘোষাল। ডিসেম্বর মাস। উত্তরে বাতাস বইছিল। নদীর ওপার থেকে আসছিল একটা নৌকা। নৌকার মধ্যে বসেছিল সুধনা ঘোষাল। তার অসংলগ্ন সিন্ধুগুলি ডানা মেলে উড়তে শুরু করেছিল। তার মনে হচ্ছিল, তাদের জীবন ধারা আলাদা। সে সিন্ধা কবছিল একটা স্বার্থপর পৃথিবীর। যেখানে তার স্বার্থ থাকবে, হিংসা থাকবে, গোপনীয়তা থাকবে, ঘৃণা এবং বিদ্বেষ থাকবে, মানুষের রক্ত বারবে। যেখানে থাকবে কফিন ও মাকড়সার জাল। ধর্ম!

সুধনা ঘোষালের বাবা দীননাথ ছিল দরিদ্র। তার শরীর ছিল কালচে এবং রুক্ষ।

দীননাথ যখন মারা যায় তখন সুধনা এগারো বছরের বালক।



তাদের গ্রাম ছিল নদীর ওপারে বলরামপুর। দীননাথ ছিল এক অন্য চরিত্রের মানুষ। সে তার গ্রামে ঘুরে ঘুরে বেড়াত। খৌজখবর নিত গ্রামের অচ্ছু চাষীদের, জেলেদের। সে তাদের শোনাত দাঙ্গা ও দুর্ভিক্ষের গল্প।

সুধনা ঘোষাল ভাগ্যান্বেষণে নীলগ্রামে আসে। সে নৌকা থেকে নেমে নদীর পাড়ে দাঁড়ায়। তারপর হেঁটে যায় পশ্চিম থেকে পূবে। সে এসে দাঁড়ায় নস্য গাজীর থানের কাছে। সূর্য তখন মাথার উপর। কুমকেরা তখনও ক্ষেতে কাজ করছিল, জেলেরা নদীতে মাছ ধরছিল। নস্য গাজীর থানে এক অন্ধ ভিখারি তার ভিক্ষাপাত্র নিয়ে বসেছিল। দীর্ঘদিনের পুরানো বন্ধুর মতো তার পাশে বসেছিল তারই অন্ধ স্ত্রী। সুধনা ঘোষাল দ্যাখে, এদিকটায় জনবসতি বেড়েছে। বেড়েছে অনেক সমস্যা, আশা–আকাঙ্ক্ষা এবং হতাশা। সুধনা’র মনের ভিতর ভিড় করে সমাজ, গোষ্ঠী, লোভ, পাপ–পুণ্য। তার অস্থির সিন্ধা–ভাবনাগুলি যা সে এতদিন ধরে ভাবছিল তা তার ভিতরে হ্রির হয়ে দাঁড়ায় এবং সে শিহরিত হয়। তার ব্যাগ থেকে অতি সন্তর্পনে একটি পাথরখন্ড বের করে। তারপর নস্য গাজীর থানে বসিয়ে দেয়। পাথরের গায়ে তেল সিঁদুর লেপে দেয়। তার পাশে পুঁতে দেয় একটা লাঠি যে লাঠির মাথায় একটা পতাকা। সুধনা ঘোষাল বলে, মূর্খ মানুষগুলো এই দেবতার পূজা দেয়নি এতদিন।

গ্রামের নারী, পুরুষেরা আসতে লাগল। তারা পূজা দেয় তেল সিঁদুর মাখানো পাথরখন্ডকে। দানপাত্রে টাকা–পয়সা পড়ে।

সুধনা ঘোষাল ঘোষণা করে, সে এখানে এসেছে ইশ্বর’র স্বপ্নাদেশে। গ্রামের মানুষের তার প্রতি ভক্তি–শ্রদ্ধা বাড়ে এবং সুধনা ঘোষালের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়ে। অবশ্য যারা তাকে ভক্তি–শ্রদ্ধা করে তারা সকলেই হিন্দুধর্মাবলম্বী, মুসলমান নয়। এক বছর অতিক্রান্ত হল। দেখতে পেলাম হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের মধ্যে একটা ফাটল। মুসলমান পাড়ার মানুষেরা মাঝে মাঝে নস্য গাজীর থানে এসে দাঁড়ায়। বিশ্বাস অবিশ্বাসের দৃষ্টি দিয়ে তারা সুধনা ঘোষালের সিঁদুর মাখানো পাথরখন্ডের দিকে তাকায়। দু’টি ধর্মের মানুষের মধ্যে বেড়ে যাচ্ছে দূরত্ব।

এখন আমি এক তীর যন্ত্রণা এবং দ্বন্দ্বের মধ্যে। আমার পূর্বপুরুষেরা এই নস্য গাজীর থানকে বুকের ভালবাসা দিয়ে আগলে রেখেছিলেন। এখন এক পৃথক অস্তিত্বের দন্ড নিয়ে তার পাশে এসেছে সিঁদুর মাখানো একটা পাথর।



## কালান্তর সম্পাদকীয়

৫৬ বর্ষ ১৬৬ সংখ্যা ৫ ১১ টৈত্র ১৪২৯ ৫ রবিবার

## অপরোধীদের আড়াল করতে

যখনই একটা দুর্নীতির ঘটনা সামনে আসলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বামফ্রন্ট আমলের দুর্নীতির ফাইল খোলার হুমকি দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। চিটফান্ড দুর্নীতিতে জেলবন্দি সুদীপ্ত সেনকে দিয়ে লেখানো চিঠি দেখিয়ে তৃণমূল অভিযোগ করেছিল বিমান বসু, সুজন চক্রবর্তী, অধীর চৌধুরীরা চিটফান্ডের সুবিধাভোগী। বামফ্রন্ট আমলের একাধিক বিষয় তদন্তের জন্য মুখ্যমন্ত্রী একটি কমিশনও গঠন করেছিলেন। কিন্তু কোনও অভিযোগের সত্যতা দীর্ঘ ১১ বছরে প্রমাণ করতে পারেনি তৃণমূল। বর্তমান শিক্ষক নিয়োগ থেকে পৌরসভা, কয়লা, গরু পাচার সর্বক্ষেত্রেই তৃণমূলের দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা, মন্ত্রীদের নাম উঠে আসায় একের পর এক নেতা, মন্ত্রী গ্রেপ্তার হবার ঘটনায় জেরবার তৃণমূল ফের অন্যদের দোষারোপ করার কৌশল গ্রহণ করেছে। এর ওর ঘাড়ে ভুয়ো দোষারোপ চাপিয়ে দেবার চেষ্টা চলছে। এজন্য এমনকি জেলবন্দি পার্থ চ্যাটার্জিকে দিয়েও এই কাজ করানো শুরু হয়েছে। তা না হলে তৃণমূল মুখপত্র কুনাল ঘোষ বাম আমলে নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ তোলার পরই কিভাবে জেলবন্দি পার্থ চ্যাটার্জি একই অভিযোগ তুলতে পারেন? বিস্ময়করভাবে সুজন চক্রবর্তীর স্ত্রী মিলি চক্রবর্তী ৩৬ বছর আগে দীনবন্ধু এন্ডুজ কলেজের নিয়োগপত্র সামনে নিয়ে এসে এই প্রশ্ন তোলা হয়েছে। যার কোনও সারবত্তাই নেই। অভিযোগ তোলা হয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে যিনি সে সময়ে তৃণমূল দলের নেতা হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির ডান হাত ছিলেন, এতদিন কেন তৃণমূল তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেননি তার উত্তর মেলে না। আরও বিস্ময়কর দিলীপ ঘোষের নামেও অভিযোগ তোলা হয়েছে। বাম আমলে দিলীপ ঘোষ বিজেপি’র কোনও স্তরেই বড় নেতা ছিলেন না। বোঝাই যায় যে তৃণমূলের অপরাধীদের আড়াল করতেই এই অপকৌশল যা অপরাধীদেরই উৎসাহিত করবে। আর সংবাদমাধ্যম যেভাবে পার্থ চ্যাটার্জির বক্তব্যকে বিস্ফোরক বলে মন্তব্য করছে তাতে মনে হচ্ছে যেন একটা যুদ্ধক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। এও কি বিভ্রান্তি বাড়ানোর এক চেষ্টা?

# শিকড় অনেক গভীরে

মঙ্গল উপাখ্যায়

রাহুল গান্ধির সাংসদ পদ খারিজ করার পিছনে কি অভিযোগ আনা হয়েছিল, অভিযোগে উল্লিখিত রাহুল যা বলেছিলেন তার ন্যায্যতা, খারিজের পিছনের কেন্দ্রীয় সরকারের এবং মোদি ও তাঁর বান্ধব আদানিদের হিসেবে নিকেশ, গণতন্ত্রের পক্ষে তা কতটা বিপজ্জনক এসব সবাই জানেন। সংবিধানের ১০২(১) অনুচ্ছেদ ও জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের (১৯৫১) ৮ নম্বর ধারায়। ২০১৯ সালে করা এক মামলায় তাঁকে গুজরাটের সুরাটের এক আদালতের ২ বছরের কারাদন্ড দেবার ফলেই তাঁর সাংসদ পদ খারিজের এই সাজা, গুজরাটের প্রাক্তন মন্ত্রী পূর্ণেশ মোদি’র করা মামলায় একথাও সবার জানা। এই প্রতিবেদনের প্রতিপাদ্য আরেকটু ভিন্ন।

আসল বিষয় হল, অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফরমসের (এডিআর) সর্বশেষ ২০২১ সালের রিপোর্টে দেখা যায় যে দেশের ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত সাংসদ বিধায়কদের সংখ্যা ৩৬৩ জন। এর মধ্যে সাংসদ ৬৭ আর বিধায়ক ২৯৬ জন। এই ৩৬৩’র মধ্যে বিজেপি’র সবচেয়ে বেশি ৮৩ জন। তার পর কংগ্রেস ৪৭, তৃতীয় তৃণমূল ২৫ এইভাবে। এমনকি, এই তালিকায় বিজেপি’র ৪জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও আছেন সঞ্জীব কুমার বালিয়ান, সংপাল সিং বাঘেল, কৈলাশ চৌধুরী, অশ্বিনী কুমার চৌবে। প্রশ্ন হল এই ৩৬৩ জনের বিরুদ্ধে মামলাগুলি গড়ে ৭ বছর ধরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এমনকি, এঁদের মধ্যে

২৪ জন সাংসদের এবং ১১১ জন বিধায়কের বিরুদ্ধে মামলা ১০ বছরেরও বেশি ধরে ঝুলছে। যারা রাহুল গান্ধির মামলার ৪ বছরের কমে ফয়সলা করতে পারেন এবং উচ্চতর আদালতে আবেদনের ৩০ দিন সুযোগ থাকা সত্ত্বেও একদিনের মধ্যেই পদ খারিজ করে দিতে পারেন তাঁদের হাতে ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে মামলা ঝুলে থাকে কেন?

কিন্তু, ৪ বছর যেতে না যেতেই রাহুলের বিরুদ্ধে মামলার রায় হল এবং সাজা হয়ে গেল। একথা কে না জানে যে সেদিনের গুজরাটের ও আজকের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ্’র বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে দায়ের করা ভুয়ো এনকাউন্টারের মতো একাধিক মামলার বিচারপতি লয়া–কে অস্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করতে হয়। মুজাফফরপুর দাঙ্গার দুই প্রমাণিত আসামী এবং গুজরাট দাঙ্গায় প্রমাণিত আসামী কোদনানি বিজেপি’র প্রাণী হতে নির্বাচন কমিশনের বাধা পায় না। দিল্লি দাঙ্গার এক প্ররোচনাদাতা সংখ্যালঘুদের উদ্দেশ্যে ‘গোলি মারো সালোকো’ ঘোষণাকারী অনুরাগ ঠাকুর আজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। মুসলমানদের টাইট দিতে হিন্দুদের মাথাপিছু ৪টি করে সন্তান জন্ম দিতে হবে বলা সাক্ষী মহারাজ আজ বিজেপি’র সংসদীয় দলের সম্পদ। বারেবারেই এরা প্রাণী হতে নির্বাচন কমিশনের অনুমতি পায়। বাবার মসজিদ ধ্বংসে চার্জশিটপ্রাপ্ত আদবানি–ঘোশি– উমা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা আলো করে।

সারাদেশ দেখলেও বিজেপি শাসন এলেই সিবিআই তার প্রমাণ পায়নি বলে। আর, যুক্তি, নথি, প্রমাণ, ইতিহাসের ভিত্তিতে ফিচারের বিশ্বজনীন নীতিকে উপহাস করে বিশ্বাসবাদের ভিত্তিতে রাম মন্দিরের রায় হয়। বর্তমান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রীর পুত্র লখিমপুরায় কৃষক হত্যার আসামী টেনি–কে উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনের সময় জেল থেকে ছাড়িয়ে আনা হয়। তখন যুক্তি ওঠে অভিযুক্তেরও কিছু বলার আছে। অথচ, ৩০ দিন সময় থাকা সত্ত্বেও রাহুলকে তো আত্মপক্ষে বলার সুযোগ না দিয়েই সাংসদ পদ খারিজ করা হয়। কুখ্যাত দেরা সাচাকেও ঐ একই হরিয়ানা নির্বাচনের সময় জেল থেকে ছাড়িয়ে আনা হয়। গুজরাট দাঙ্গায় পরিবার হারানো বিলকিস বানু’র ধর্ষকদের রাহুলকে কারাদণ্ড দানকারী গুজরাট হাইকোর্ট মুক্তি দিয়ে দেয়।

আর, এসবই ঘটে চলেছে প্রধানমন্ত্রীর পদাবলম্বী মোদি মৌনতায়। যে মোদির সৌজন্যে হিন্ডেনবার্গ সমীক্ষায় পুষ্ট বিশ্ব দাগি আদানির এই রমরমা। যে কান্ডের যৌথ সংসদীয় কমিটির দাবিতে বিরোধীদের অন্যতম মুখ রাহুল।

আসলে রাষ্ট্র ক্ষমতার সুযোগে আরএসএস–বিজেপি সরকারি যন্ত্র, প্রশাসন, তদন্ত সংস্থা ইডি, সিবিআই, নির্বাচন কমিশন, আদালত ইত্যাদির মতো বিধিবদ্ধ স্বশাসিত সংস্থাকে হাইজ্যাক করে নিজেদের এজেন্ডা কার্যকর করতে কুক্ষিগত করার নগ্ন ও ভয়াবহ

## মমতা কি পারবেন দুর্নীতির দায় থেকে মুক্ত হতে

অমর সাহা

২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টবিরোধী তীব্র আন্দোলনের মুখে পড়ে একটানা ৩৪ বছর ক্ষমতায় থাকা বামফ্রন্ট সরকার বিদায় নিয়েছিল রাজ্যপাট থেকে। ক্ষমতায় এসেছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেদিন এ রাজ্যের দিকে দিকে ধ্বনিত হয়েছিল মমতার জয়গান।

ক্ষমতায় আসার মাত্র ১১ বছর কাটতে না কাটতেই মমতার দল জড়িয়ে গেল দুর্নীতিতে। যে মমতাকে দল বলত সততার প্রতীক, নিঃস্বার্থ নেত্রী, আপসহীন নেত্রী সেই মমতার গায়ে আঁচড় লেগেছে। ভাবা যায়, যে ঘটনা কোনোদিন ঘটেনি এ রাজ্যে, সে ঘটনা ঘটতে শুরু করে। আর এর প্রধান হলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ও দলের কেন্দ্রীয় মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

স্কুলশিক্ষক নিয়োগে দুই হাত ভরে ঘুষ খেলেন তৃণমূলের মন্ত্রী থেকে ছোট–বড় নেতারা। শিক্ষকতা পেশায় নিয়োগে ১৫ থেকে ২০ লাখ ঘুষ। ভাবা যায়! এ জন্য সারা রাজ্যে গোপনে তৈরি হয় ঘুষ নিয়ে চাকরি দেওয়ার টিম। আর সঙ্গে স্কুল সার্ভিস কমিশন বা এসএসসির শীর্ষ নেতা থেকে শিক্ষা বিভাগের উপদেষ্টা এবং বেশ কজন কর্মকর্তা। তাঁরাই শুরু করেন নিয়োগে ঘুষ–বাণিজ্য। ধরাও পড়েন সরকারি কর্মকর্তাসহ তৃণমূলের বেশ কিছু নেতা, মন্ত্রী, বিধায়ক ও কর্মকর্তা। সব মিলিয়ে অন্তত ১০ জন। তাঁরা এখন কারাগারে। এখন এ রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রের দুর্নীতিই শীর্ষে।

## স্কুলশিক্ষক নিয়োগে দুই হাত ভরে ঘুষ খেলেন তৃণমূলের মন্ত্রী থেকে ছোট–বড় নেতারা। শিক্ষকতা পেশায় নিয়োগে ১৫ থেকে ২০ লাখ ঘুষ। ভাবা যায়! এ জন্য সারা রাজ্যে গোপনে তৈরি হয় ঘুষ নিয়ে চাকরি দেওয়ার টিম। আর সঙ্গে স্কুল সার্ভিস কমিশন বা এসএসসির শীর্ষ নেতা থেকে শিক্ষা বিভাগের উপদেষ্টা এবং বেশ কজন কর্মকর্তা। তাঁরাই শুরু করেন নিয়োগে ঘুষ–বাণিজ্য। ধরাও পড়েন সরকারি কর্মকর্তাসহ তৃণমূলের বেশ কিছু নেতা, মন্ত্রী, বিধায়ক ও কর্মকর্তা। সব মিলিয়ে অন্তত ১০ জন। তাঁরা এখন কারাগারে। এখন এ রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রের দুর্নীতিই শীর্ষে।

অপরাধ কি কম ছিল? ইন্টারভিউ না দিয়ে চাকরি, নিয়োগ পরীক্ষায় সাদা খাতা জমা নিয়ে চাকরি, শূন্য নম্বর পাওয়া প্রার্থীকে চাকরি, নম্বর বাড়িয়ে চাকরি–সবই হয়েছে এ মমতা সরকারের আমলে। চাকরি বিক্রি হয়েছে অর্থের বিনিময়ে, চাকরি লুট হয়েছে অর্থের বিনিময়ে, চাকরি চুরি হয়েছে অযোগ্য প্রার্থীদের চাকরি দেওয়ার জন্য। তাই চাকরি নিয়ে লুট, যোগ্য প্রার্থীদের বঞ্চিত করার প্রতিবাদে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চলছে কলকাতার ধর্মতলায়। মামলাও চলছে কলকাতা হাইকোর্টে এ নিয়োগ দুর্নীতির বিরুদ্ধে।

মুখামন্ত্রী বলেছেন, চাকরি হারানোদের চাকরির ব্যাপারে কি একটু বিবেচনা করা যায় না? এ ভোল পাশ্চে যাওয়ার ঘটনায় রাজ্যে বিরোধী শিবিরে প্রশ্ন উঠেছে। আর এ ঘটনায় এখন প্রচণ্ড অস্বস্তি দেখা দিয়েছে শাসক দলের মধ্যে। যেভাবে এ দুর্নীতি নিয়ে রাজ্যে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে, মমতা সরকারের ইস্তফার দাবি উঠেছে, দাবি উঠেছে দুর্নীতিবাজদের যথাযথ শাস্তির, তাতে চরম বিপদে রয়েছেন খোদ মুখামন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলার জেরে এখন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে নিয়োগকৃত ৪ হাজার ৭৮৪ জনের চাকরি খারিজ করে দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্ট। সবশেষ ১০ মার্চ স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ পাওয়া ৮৪২ কর্মীর চাকরি খারিজ করে দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

তাই তো গত মঙ্গলবার কলকাতার আলিপুর আদালত চত্বরে ঋষি অরবিন্দের জন্মসার্থশতবর্ষ উপলক্ষে তাঁর আবক্ষ মূর্তির উন্মোচন করতে গিয়ে মমতা কার্যত স্বীকার করে নেন নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগকে। এরপরেই তিনি বলেন, দুর্নীতির অভিযোগে চাকরি হারানোদের সংশোধনের সুযোগ দেওয়া হোক। প্রয়োজনে আবার বসানো হোক নিয়োগ পরীক্ষায়। না হলে তো তাদের পরিবার বিপদে পড়ে যাবে। ‘রুটিকরজির প্রশ্ন উঠবে?’ রাজ্য কথায় কথায় চাকরি যাচ্ছে। কখনো ৩ হাজার, আবার কখনো ৪ হাজার।

মমতার এ মন্তব্যের পর বিরোধীদের তরফ থেকে দাবি উঠেছে, এবার তো চাকরি খারিজ হওয়া প্রার্থীরা ঘুষের টাকা ফেরত পাওয়ার দাবিতে আন্দোলনও শুরু করতে পারেন। তাই কি মমতা আগাম আভাস পেয়ে ভয় পেয়ে চাকরি ফেরত দেওয়ার দাবি তুলেছেন? মমতার ভয়, ঘুষের টাকার ফেরত দেওয়ার দাবিতে আবার বিরোধীরা তীব্র আন্দোলন গড়ে না তোলে কলকাতাসহ এ রাজ্যে

(ঈষৎ সংক্ষেপিত )

## হিন্ডেনবার্গের প্রতিবেদনে আদানির পরে এবার

# টুইটারের প্রতিষ্ঠাতা জ্যাক ডরসির বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ

পর্যবেক্ষক

আবারও চাঞ্চল্যকর এ ছাড়া এই প্রতিষ্ঠান সংবাদ নিয়ে এসেছে অনেক প্রতারণার ঘটনাও যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণা উপেক্ষা করে গেছে। তবে প্রতিষ্ঠান হিন্ডেনবার্গ। এ অভিযোগ অস্বীকার প্রতিষ্ঠানটি এবার ব্লক করেছে ব্লক। গতকাল ইনকরপোরেশন ও টুইটারের সহপ্রতিষ্ঠাতা জ্যাক প্যাট্রিক ডরসির বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ তুলে ধরেছে। তাদের নতুন প্রতিবেদন প্রকাশের জেরে জ্যাক ডরসি সংবাদের শিরোনাম হওয়ার পর এক দিনেই তাঁর ৫২৬ বিলিয়ন বা ৫২ কোটি ৬০ লাখ ডলার খোয়া গেছে। বিশেষ করে ব্লক ইনকরপোরেশনের শেয়ারের দাম এক দিনেই ২২ শতাংশ কমেছে। খবর বিবিসির।

হিন্ডেনবার্গের হিন্ডেনবার্গ রিসার্চের অনুসন্ধানী প্রতিবেদনটিতে দাবি করা বলা হয়, ব্লক হয়েছে যে ব্লক ইনকরপোরেশন পুঁজিবাজারে তাদের শেয়ারের দাম যোগকারীদের সঙ্গে নির্ধারণে কারসাজি করেছে। জালিয়াতি করেছে জ্যাক

ডরসির সংস্থা। পাশাপাশি করেছে ব্লক সরকারকেও ‘ধোঁকা’ দেওয়া ইনকরপোরেশন। নিজেদের

প্রতিবেদন প্রকাশের পর জ্যাক ডরসি পুঁজিবাজারে গতকাল ৫২৬ মিলিয়ন বা ৫২ কোটি ৬০ লাখ ডলার খুইয়েছেন। ব্লুমবার্গ বিলিয়নিয়ার্স সূচক অনুযায়ী বিশ্বের বিলিয়নিয়ার বা অতিধনীরা তালিকায় তাঁর সম্পদের নিট মূল্য ১১ শতাংশ কমে ৪ দশমিক ৪ বিলিয়ন বা ৪৪০ কোটি ডলারে নেমে এসেছে। হিন্ডেনবার্গ রিসার্চের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে যে ব্লক ইনকরপোরেশনে বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে জালিয়াতি করেছে জ্যাক ডরসির সংস্থা। পাশাপাশি সরকারকেও ‘ধোঁকা’ দেওয়া হয়েছে বলে দাবি হিন্ডেনবার্গের। প্রতিষ্ঠানটি বলেছে, একাধিক নিয়ম ভঙ্গ করেছে ব্লক ইনকরপোরেশন। নিজেদের ‘মেট্রিক’ (বাণিজ্যের পরিমাণ বা লেনদেন ও ব্যবহারকারীর সংখ্যা) জালিয়াতি করে ফুলেফেঁপে উঠেছিল ব্লক। এই আবহে বিনিয়োগকারীদের সঙ্গেও প্রতারণা করা হয়েছে বলে দাবি হিন্ডেনবার্গের।

হয়েছে বলে দাবি মেট্রিক (বাণিজ্যের পরিমাণ হিন্ডেনবার্গের। প্রতিষ্ঠানটি বা লেনদেন ও বলেছে, একাধিক নিয়ম ভঙ্গ ব্যবহারকারীর সংখ্যা)

জালিয়াতি করে ফুলেফেঁপে উঠেছিল ব্লক। এই আবহে বিনিয়োগকারীদের সঙ্গেও প্রতারণা করা হয়েছে বলে দাবি হিন্ডেনবার্গের।

হিন্ডেনবার্গের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, জালিয়াতি করে ব্লকের ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। এমনকি রিপোর্টে এ–ও দাবি করা হয়েছে যে ব্লক ইনকরপোরেশনের সাবেক কর্মীরাই নাকি প্রতিষ্ঠানটির ভুয়া অ্যাকাউন্টের কথা হিন্ডেনবার্গের কাছে স্বীকার করেছেন। এদিকে হিন্ডেনবার্গের দাবি, এই ভুয়া অ্যাকাউন্টগুলোর বিষয়টি ব্লক জানত। তারপরও তারা কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

ব্লকের সহপ্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী জ্যাক ডরসি বলেছেন যে এই ভুল ও

বিভ্রান্তিকর প্রতিবেদনের জন্য হিন্ডেনবার্গের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেবেন তিনি। এর আগে গত ফেব্রুয়ারিতে ভারতীয় ধনকুবের গৌতম আদানির বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ এনেছিল প্রতিষ্ঠানটি। হিন্ডেনবার্গ রিসার্চের অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশের পরে গৌতম আদানির প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের দাম ১০ বিলিয়ন বা ১ হাজার কোটি ডলার কমে যায়। এর ফলে ব্লুমবার্গের বিশ্বের অতিধনী তথা শতকোটিপতির (বিলিয়নিয়ার) তালিকায় গৌতম আদানির অবস্থান ২ থেকে ৪০–এ নেমে যায়। এখন অবশ্য তিনি ২১তম অবস্থানে আছেন। বর্তমানে তাঁর সম্পদের নিট মূল্য ৬০ বিলিয়ন বা ৬ হাজার কোটি ডলার।

## প্রধানমন্ত্রীর চোখে ভয় দেখেছি : রাহুল

## আদানির আকাউন্টে ২০ হাজার কোটি কার মোদিজি

নয়াদিল্লি , ২৫ মার্চ : সাংসদ পদ খারিজের পর প্রথম সাংবাদিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ শিল্পপতি গৌতম আদানিকে নিয়ে প্রশ্ন তুললেন রাহুল গান্ধি। জানালেন, মোদী-আদানি সম্পর্ক নিয়ে সংসদে প্রশ্ন তোলাতেই নিশানা করা হয়েছে তাঁকে। সেই সঙ্গে প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি প্রশ্ন তুললেন দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আদানিদের ঘনিষ্ঠ চিনা শিল্প সংস্থার অংশগ্রহণ নিয়েও।রাহুল শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরেই তাঁর বিমানে সফরসঙ্গী আদানির ছবি নিয়ে আমি প্রশ্ন তুলেছিলাম। এর পর দেশের বিভিন্ন বিমানবন্দরের

লিজ নিয়ম-বহির্ভূত ভাবে আদানিকে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মোদির সঙ্গে আদানির সম্পর্ক বহু দিনের পুরনো বলে দাবি করেন রাহুল। সেই সঙ্গেই তাঁর মন্তব্য, তবে আমি জানি না উনি (আদানি) কোথা থেকে এসে জুটলেন।

মোদির রাজ্যের আদালতের রায়কে হাতিয়ার করে তাঁর সাংসদ পদ খারিজ করা হলেও দেশের স্বার্থে তিনি লড়াই চালিয়ে যাবেন জানিয়ে রাহুল বলেন, আমি ভয় পাই না। ওরা (বিজেপি) এত দিনেও সেটা বুঝতে পারেনি। মোদি পদবি নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্যের কারণে বৃহস্পতিবার রাহুলকে ২ বছরের জেলের সাজা শোনায় গুজরাতের সুরাত জেলা


 সাংবাদিক বৈঠকে রাহুল গান্ধি। ফটো : সংগৃহীত।

আদালত। তারই ভিত্তিতে ভারতীয় সংবিধানের ১০২(১)-ই অনুচ্ছেদ এবং জনপ্রতিনিধিত্ব আইন (১৯৫১)-র ৮ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শুক্রবার রাহুলের সাংসদ পদ খারিজ করেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা।

সাংবাদিক বৈঠকে রাহুলের দাবি, প্রধানমন্ত্রী আমার সংসদে পরবর্তী বক্তৃতা নিয়ে ভীত ছিলেন। তাই এমন করা হল।

আদানিদের একটি প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সংস্থা কোন পথে রাতারাতি ২০ হাজার কোটি টাকা পেল সে প্রশ্ন তুলেছেন রাহুল।

কয়েক মাস আগে শ্রীলঙ্কার বিদ্যুৎ পর্যদের চেয়ারম্যান যে মোদির বিরুদ্ধে বিদ্যুৎপ্রকল্পের বরাত আদানিকে দেওয়ার জন্য কলম্বোর উপর চাপ সৃষ্টির অভিযোগ তুলেছিলেন, মনে করিয়ে দিয়েছেন সে কথাও। ব্রিটেন সফরে গিয়ে তিনি দেশকে অপমান করেছেন বলে বিজেপি শিবিরের তরফে যে অভিযোগ তোলা হয়েছে, তা নস্যা করে ওয়ানেডের সদাপ্রাক্তন সাংসদ বলেন, আমি দেশবিরোধী কোনও মন্তব্য করিনি। ওদের (বিজেপি)

সমস্যা হল, আদানির অপমানকে দেশের অপমান ভাবেন। প্রসঙ্গত, লন্ডন থেকে ফিরে গত বৃহস্পতিবার সংসদ ভবনে ঢোকার আগে ওয়েনাডের তৎকালীন কংগেস সাংসদ রাহুল বলেছিলেন, আমি (লন্ডনের আলোচনা সভায়) ভারতবিরোধী কিছুই বলিনি।

যদি তাঁরা সুযোগ দেন, তবে আমি সংসদের ভিতরেও সে কথা বলব। শনিবার সাংবাদিক বৈঠকে রাহুল বলেন, আমি সংসদে বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বলতে দেওয়া হয়নি। বলতে চেয়ে প্রথম চিঠি দিয়েছি। দ্বিতীয় চিঠি দিয়েছি। স্পিকারের সঙ্গে দেখাও করেছি। কিন্তু বলার সুযোগ পাইনি।

### কুমন্তব্য করেন মোদিও

### প্রমাণ-সহ থানায়

### হাজির কংগ্রেস নেতা

### এফআইআর

### নিল না পুলিশ

ভোপাল, ২৫ মার্চ : সুরাট আদালতের রায়ের পর শুক্রবার রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজ হয়েছে। যারপর গোটা দেশে মোদিবিরোধী পোস্টার হাতে প্রতিবাদ দেখান কংগ্রেস সমর্থকরা। প্রতিবাদের জেরে শুধু দিল্লিতেই ১০০ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ। চলে প্রেস্তারিও।

এর মধ্যেই ভোপালের এক কংগ্রেস নেতা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে কুমন্তব্যো মন্তব্যের অভিযোগ এনে এফআইআর দায়ের করতে স্থানীয় থানায় হাজির হন। থানার মধ্যেই বিক্ষোভ দেখান ওই নেতা ও তাঁর সঙ্গীরা। যদিও এফআইআর নথিভুক্ত করতে অস্বীকার করে পুলিশ। শুক্রবার ভোপালের ছোলা থানায় মোদির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে আসেন কংগ্রেস নেতা মনোজ শুক্লা।

তাঁর অভিযোগ, ইউপিএ চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি।

সোনিয়াকে কংগ্রেসের বিধবা বলেছিলেন। পেনড্রাইভে সেই মন্তব্যের ভিডিও ক্লিপ নিয়ে থানায় হাজির হয়েছিলেন অভিযোগকারী কংগ্রেস নেতা।

পুলিস কংগ্রেস নেতার অভিযোগপত্র গ্রহণ করলেও প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এফআইআর নথিভুক্ত করতে অস্বীকার করে। এই ঘটনায় পুলিশ ও কংগ্রেস নেতার মধ্যে বচসা-হুগা থানায় উপস্থিত সাব-ইন্সপেক্টর সাফ জানান, এফআইআর দায়ের করবেন না।

এতে শুক্লা রেগে যান। তিনি প্রশ্ন করেন- এফআইআর করবেন না কেন? একথার উত্তর মেয়ন পুলিশ। এরপর অশান্তি বাড়লে মৌখিকভাবে তদন্তের আশ্বাস দেয় পুলিশ।

## কর্নাটকে ক্ষমতা ধরে রাখতে

## শেষ মুহূর্তে ধর্ম ও জাতপাতের জোড়া তাস খেলল ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার

বেঙ্গালুরু, ২৫ মার্চ : কর্নাটকে বিধানসভা ভোটের আর মাস দেড়েকও বাকি নেই। ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়ে যাবে আজকালের মধ্যে। রাজ্যে ক্ষমতা ধরে রাখতে শেষ মুহূর্তে ধর্ম ও জাতপাতের জোড়া তাস খেলল ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার।কর্নাটকে অন্যান্য অনুমত শ্রেণি বা ওবিসি সংরক্ষণের চার শতাংশ ছিল মুসলিমদের জন্য। মুসলিমদের মধ্যে অত্যন্ত গরিবেরা সরকারি চাকরি ও শিক্ষায় এতদিন চার শতাংশ সংরক্ষণের সুবিধা পেয়ে আসছিলেন। কর্নাটকের বিজেপি মন্ত্রিসভা মুসলিমদের জন্য বরাদ্দ সংরক্ষণ প্রত্যাহার করে নিয়েছে। সেই চার শতাংশ দুই শতাংশ করে বরাদ্দ করেছে হিন্দুদের দুটি প্রভাবশালী জাতিগোষ্ঠী লিঙ্গায়ত ও ভোঙ্কালিগাদের জন্য। এরফলে লিঙ্গায়ত সম্প্রদায় সাত এবং ভোঙ্কালিগা জনগোষ্ঠী ছয় শতাংশ

হারে সংরক্ষণের সুবিধা পাবে। এতদিন তা যথাক্রমে পাঁচ ও চার শতাংশ ছিল। কর্নাটকের নির্বাচনী রাজনীতিতে এই দুই জনগোষ্ঠীর প্রভাব প্রশ্নাতীত। পঞ্চায়েত থেকে লোকসভা, প্রতিটি নির্বাচনেই প্রার্থী বাছাই, ইস্তাহার থেকে প্রচার সব ব্যাপারেই এই দুই পশ্চাপদ জনগোষ্ঠীর অঙ্ক মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত করতে হয়। দুই সম্প্রদায়ের সংরক্ষণ বৃদ্ধির দাবি বহু পুরনো। বিজেপি সরকারের ভোট ঘোষণার মুখে সিদ্ধান্ত গ্রহণের একাধিক কারণের অন্যতম হল রাহুল গান্ধির ভারত জোড়ো যাত্রা। রাহুলের সেই যাত্রা দুই সম্প্রদায়ের এলাকা ধরেই গিয়েছে। দুই সম্প্রদায়ের মানুষের কাছ থেকেই বিপুল সাড়া পান কংগ্রেস নেতা। যাত্রার পর আরও দু’বার কর্নাটকে গিয়েছেন রাহুল। তাঁর জনসভায় বিপুল ভিড বিজেপিকে চ্যিয়ায় রেখেছে। সংরক্ষণ তাসের পাশাপাশি তাই

ধর্মীয় মেরুকরণের রাস্তাও খুলে নিল বিজেপি সরকার। হিজাব, আজানে মাইক ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা, ধর্মাস্তকরণ বিরোধী আইন ইত্যাদি সিদ্ধান্তের পিছনে বিজেপি সরকারের আসল লক্ষ্য হিন্দু ভোট নিজেদের বাঞ্চে ধরে রাখা। জাত নির্বিশেষে হিন্দু ভোটারদের বিজেপির পক্ষে টানার লক্ষ্যেই সংরক্ষণের নয়া নীতিতে মুসলিমদের বঞ্চিত করা হয়েছে। ঘটনা হল, বিজেপি সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলি মোটেই সরব নয়। কারণ, লিঙ্গায়ত ও ভোঙ্কালিগা সম্প্রদায়কে চটাতো চায় না কোনও দলই। মুখ্যমন্ত্রী বাসবরাজ বোম্বাই অবশ্য দাবি করেছেন, এরফলে মুসলিমদের কোনও ক্ষতি হবে না। তারা আর্থিকভাবে পশ্চাপদ সাধারণ ক্যাটিগরির জন্য বরাদ্দ ১০ শতাংশের আওতায় সংরক্ষণের সুবিধা পাবেন।

## কর্নাটকে ১২৪ প্রার্থীর নাম ঘোষণা কংগ্রেসের তালিকায় সিদ্ধারামাইয়া, শিবকুমার, খাজে পুত্রও



বেঙ্গালুরুতে ১২৪ নির্বাচন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করছেন কংগ্রেস নেতৃত্ব।

 ফটো : সংগৃহীত

বেঙ্গালুরু, ২৫ মার্চ : কর্নাটক বিধানসভার নির্বাচনের জন্য প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল কংগ্রেস। রাজ্য বিধানসভার মোট আসন ২২৪। বাকি ১০০ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করা হবে আগামী সপ্তাহে। তাৎপর্যপূর্ণ হল, দক্ষিণের এই রাজ্যের বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট এখনও প্রকাশ করেনি নির্বাচন কমিশন। তবে মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহ নাগাদ দু-দফায় ভোট নেওয়া হতে পারে বলে আভাস দিয়ে রেখেছে কমিশন।

নজিরবিহীনভাবেই কংগ্রেস

কমিশনের দিন ঘোষণার আগে

প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা

করে দিল। যদিও হাত চিহ্নের পাটি

বরাবর এই ব্যাপারে বাকিদের

থেকে পিছিয়েই থেকেছে।

শনিবারই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

কর্নাটকে ভোটের প্রচারে যাচ্ছেন।

সেখানে প্রথমে তিনি বেঙ্গালুরুর আর একটি মেট্রো লাইনের সূচনা করবেন। তারপর রাজ্য বিজেপির কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা তাঁর। সফর শেষ করবেন নির্বাচনী সমাবেশে ভাষণ দিয়ে। কংগ্রেসের প্রথম প্রার্থী তালিকায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল রাজ্য পার্টির বিবদমান দুই গোষ্ঠীর মুখ বিরোধী দলনেতা এস সিদ্ধারামাইয়া এবং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডি শিবকুমার, দু’জনের নামই আছে। আছে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাজের পুত্র প্রিয়ঙ্কার। খাজের আর এক পুত্রের নাম রাহুল।

রাজীব-সনিয়ার সন্তানদের নামেই নিজের সন্তানদের নাম রেখেছেন বর্তমান কংগ্রেস সভাপতি।

গত বুধবার কর্নাটক সফরে গিয়ে প্রকাশ্য জনসভায় রাহুল

গান্ধি বলে আসেন, রাজ্যে ক্ষমতায় ফেরার মূল মন্ত্র ঐক্যবদ্ধ লড়াই। বিজেপি সরকারকে কমিশন সরকার বলে আক্রমণ শানিয়ে রাহুল বলে আসেন, মানুষ মনস্থির করে নিয়েছেন। এখন কংগ্রেসের কাজ ব্যালট বাঞ্চে ক্ষুদ্র মানুষের রায় বন্দি করা। তারজন্য ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের বিরুদ্ধ নেই।আসলে কর্নাটকে কংগ্রেস অনেক রাজ্যের থেকে তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী।

এমনকী শাসক দল বিজেপির থেকেও কর্নাটকে হাত চিহ্নের প্রতি সমর্থন বেশি বলে রাজনৈতিক মহলের অভিমত। রাহুল গান্ধির ভারত জোড়ো যাত্রা সবচেয়ে বেশি সাড়া পেয়েছিল দক্ষিণের এই রাজ্যটিতেই। ঐক্যের বার্তা দিতে রাহুল একদিন তাঁর দু-পাশে শিবকুমার ও সিদ্ধারামাইয়াকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটেন।

## অসংবিধানিক’! রাহুলের সাংসদ পদ কেড়ে নেওয়া আইন চ্যালেঞ্জ করে মামলা শীর্ষ আদালতে

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ : রাহুল গান্ধির সাংসদ পদ খারিজের সেই ধারা এ বার চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ল সুপ্রিম কোর্টে। জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৮(৩) ধারার সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সমাজকর্মী আভা মুরলীধরনের তরফে শীর্ষ আদালতে ওই মামলা দায়ের করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পদবি নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্যের দায়ে অপরাধমূলক মানহানির মামলায় বৃহস্পতিবার গুজরাতের সুরাত জেলা আদালত দু’বছরের সাজা দেওয়ায় পরে ভারতীয় সংবিধানের ১০২(১)-ই অনুচ্ছেদ এবং জনপ্রতিনিধিত্ব আইন (১৯৫১)-র ৮(৩) নম্বর ধারা মেনেই শুক্রবার রাহুলের সাংসদ পদ খারিজ করেছিলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। কারণ, ৮(৩) ধারার স্পষ্ট বলা হয়েছে, দেশী কোনও সাংসদ-বিধায়কের ২ বছরের বেশি সাজা হলেই পদ খারিজ হয়ে যাবে। জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৮(৩) ধারায় বলা হয়েছে, ফৌজদারি অপরাধে দু’বছরের বেশি কারাদণ্ডপ্রাপ্ত কোনও ব্যক্তি সাজা ঘোষণার দিন থেকেই জনপ্রতিনিধি হওয়ার অধিকার হারাবেন। এবং মুক্তির পর অন্তত ছ’বছর পর্যন্ত ভোটে দাঁড়াতো পারবেন না। অর্থাৎ, ২ বছরের জেলে সাজা পাওয়া রাহুলের পরবর্তী ৮ বছর ভোটে দাঁড়ানো নিষেধ। যদিও উচ্চতর আদালত রায়ের উপর স্থগিতাদেশ দিলে পদ ফিরে পেতে বাধা নেই। ৮(৩) ধারার পাশাপাশি আগে

জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৮(৪) ধারা ছিল। তাতে বলা ছিল, সাংসদ-বিধায়ক দেশী সাব্যস্ত হলে তাতে স্থগিতাদেশ পাওয়ার জন্য তিন মাস সময় পাবেন। ২০১৩-য় সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকার বনাম লিলি টমাস মামলায় আইনের সেই ৮(৪) ধারাটি নাকচ করে রায় দিয়েছিল। জানিয়েছিল দু’বছরের কারাদণ্ডের সাজার অপরাধে দেশী সাব্যস্ত হলেই সাংসদ পদ চলে যাবে। পশুখাদ্য কেলেক্টারিতে অভিযুক্ত লালু প্রসাদের সাংসদ পদ বাঁচাতে মনমোহন সরকার অধ্যাদেশ জারি করে সুপ্রিম কোর্টের রায় উল্টে দিয়ে পুরনো ব্যবস্থা বহাল রাখার চেষ্টা করেছিল। ঘটনাচক্রে, সে সময় রাহুলই তাতে আপত্তি তুলেছিলেন। সুরাত জেলা আদালতের বিচারক এইচএইচ বর্মা রাহুলের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে সাজা কার্যকর ৩০ দিনের জন্য মুলতুবি ঘোষণা করেছেন। ওই সময়সীমার মধ্যে রাহুল উচ্চতর আদালতে আবেদন করতে পারবেন। কিন্তু সাজা স্থগিত রাখেননি তিনি। ফলে আইনের ৮(৩) ধারা মেনেই স্পিকার তাঁর সদস্যপদ খারিজ করেছেন বলে আইন বিশারদদের একাংশ জানাচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে ওই ধারার সাংবিধানিক বৈধতা শীর্ষ

আদালত খারিজ করলে ফৌজদারি মামলায়

সাজাপ্রাপ্ত একাধিক জনপ্রতিনিধি রক্ষাকবচ পেতে

পারেন।

## হোমওয়ার্ক করেনি কেন? ৭ বছরের পড়ুয়াকে পিটিয়ে মারল শিক্ষক! পলাতক অভিযুক্ত

পাটনা, ২৫ মার্চ : হোমওয়ার্ক করে নিয়ে না যাওয়ার জন্য পিটিয়ে মারা হল সাত বছরের এক পড়ুয়াকে। ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের সহরসা জেলায়। মৃত পড়ুয়ার নাম আদিত্য যাদব। সে ওই এলাকার একটি বেসরকারি স্কুলের লোয়ার কেজি শ্রেণির পড়ুয়া ছিল। সূত্রের খবর, গত বুধবার হোমওয়ার্ক করে নিয়ে যায়নি আদিত্য। এতেই রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে শিক্ষক সুজিত কুমার। একটি কাঠের লাঠি দিয়ে ছোট্ট আদিত্যকে বেধাক পেটাতে শুরু করে সে। মারের চোটে অজ্ঞান হয়ে যায় আদিত্য। এরপর অভিযুক্ত শিক্ষক আদিত্যর বাবা প্রকাশ যাদবকে ফোন করে জানায়, তাঁর ছেলে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছে। তারপর স্কুলের অন্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা হাসপাতালে নিয়ে যান আদিত্যকে। কিন্তু চিকিৎসকরা আদিত্যকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ সূত্রে খবর, আদিত্যর হোস্টেলের বন্ধু ও সিনিয়ররা জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালবেলা ওই পড়ুয়াকে অজ্ঞান অবস্থায় নিজের ঘর থেকে খুঁজে পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে



স্কুলের ঘটনায় ক্ষুদে পড়ুয়ার মৃত্যুর পর স্থানীয় থানা থেকে এসে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে।

 ফটো : এএনআই

হোস্টেলের সব ছাত্ররা মিলে তাকে সুজিত কুমারের কাছে নিয়ে গেলে অভিযুক্ত শিক্ষক বুঝতে পারে আদিত্য আর বেঁচে নেই। চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্র জানায়, অভিযুক্ত শিক্ষকই নাকি তাদের বলে আদিত্যর দেহটিকে হাসপাতালে রেখে চলে যেতো। স্কুলের অন্যান্য ছাত্ররা জানায় পরপর দুদিন হোমওয়ার্ক করে নিয়ে না আসার জন্য আদিত্যকে পেটায় ওই অভিযুক্ত শিক্ষক। ডাক্তার দীনেশ কুমার জানান,

হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই আদিত্যর মৃত্যু হয়েছিল। তিনি আরও জানান, ওই পড়ুয়ার দেহে কোনও ক্ষতর চিহ্ন ছিল না। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানার জন্য দেহ ময়না তদন্তে পাঠানো হবে বলেও জানানো হয়েছে। ও পুলিশ সূত্রে খবর, ওই অভিযুক্ত শিক্ষক এখন পলাতক। মৃতের বাবা জানান, হোলির ছুটিতে বাড়ি এসেছিল আদিত্য। আবার মার্চের ১৪ তারিখ হোস্টেলে ফিরে যায়। সে। পরে বৃহস্পতিবার হঠাৎ

তাঁর কাছে ফোন আসে যে তাঁর ছেলে অজ্ঞান হয়ে গেছে এবং তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি স্কুলে পৌছানোর আগেই আদিত্য মারা যায় এবং অভিযুক্ত সুজিত কুমার পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। মৃতের বাবার। মৃতের বাবা প্রকাশ যাদব ছেলের মৃত্যুর ঘটনায় থানায় মামলা দায়ের করেছেন।

পুলিস জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।



# জেলায় জেলায়

## ধর্মঘটের দিন স্কুলে অনুপস্থিত

# অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং মৃত করণিককেও শোকজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডিএ’র এমন অনেককে শোকজ করা দাবিতে ধর্মঘটের দিন অনুপস্থিত থাকার জন্য অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এমনকি মৃত করণিককেও শোকজ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এক প্রাক্তন শিক্ষক জানান, শুধু তিনিই নন। তাঁর মগরার আদি সপ্তগ্রাম হাই আগে বা পরে অবসর নিয়েছেন স্কুলের শিক্ষক কিশোর

চট্টোপাধ্যায়, তাঁকেও ধর্মঘটে স্কুলে অনুপস্থিত থাকার কারণ দর্শানোর নোটিস দিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। চিঠি পেয়ে হতবাক বৃদ্ধ শিক্ষক। উত্তেজনায় তাঁর মন্তব্য হচ্ছেটা কী!

বকেয়া মহাশ্ব ভাতা বা ডিএ’র দাবিতে অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন রাজ্য সরকারি কর্মচারিরা। গত ১০ মার্চ ধর্মঘটও পালন করেন তাঁরা। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ-র ডাকে ওই ধর্মঘটে সামিল হন রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী এবং অন্যান্য কর্মীরা। তবে ধর্মঘটে যোগ দিলে বেতন কাটা যাওয়ার পাশাপাশি শোকজ করা হবে বলেও কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছিল রাজ্য। ধর্মঘটের আগে সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছিল ওই দিন অনুপস্থিত থাকলে এক দিনের বেতন কাটা যাবে, সার্ভিস রেকর্ড ব্লেক পর্ষন্ত হতে পারে। সরকারি নির্দেশকে উপেক্ষা করেই সেদিন বিভিন্ন সরকারি দফতর, স্কুলে হাজিরা কম ছিল। যাঁরা সেদিন স্কুলে অনুপস্থিত ছিলেন তাঁদের শোকজ করা হয়েছে।

শিক্ষকদের কাছে শোকজ তা বোঝাই যাচ্ছে। বিস্মিত কিশোরবাবুর প্রশ্ন, কতজন শিক্ষক আছেন, কতজন অবসর নিয়েছেন, তার কোনও তথ্যই কি পর্ষদের কাছে নেই? এ নিয়ে এবিটিএ-এর হুগলি জেলা সম্পাদক প্রিয়রঞ্জন ঘটক বলেন, প্রশাসন হুঁবির হয়ে গিয়েছে। কী চলছে তা বোঝাই যাচ্ছে।

## চাকরির প্রতিশ্রুতিতে পাঁচ কোটির প্রতারণা

### শিক্ষকের, নতুন মামলা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিয়োগ দুর্নীতিতে এবার পূর্ব মেদিনীপুরের এক স্কুল শিক্ষকের নাম জড়িয়ে পড়ল। এমনকি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পাঁচ কোটি টাকা প্রতারণা করার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। এই পরিস্থিতিতে প্রতারণা এবার অভিসূক্তের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে দিয়ে তদন্তের আর্জি জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন। ২০১৮ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে ৫ কোটি টাকা তুলেছেন বলে অভিযোগ চাকরিপ্রার্থীদের। চাকরিপ্রার্থীদের পক্ষের আইনজীবী কৌন্তভ বাগচি এই বিষয়টি হাইকোর্টের নজরে আনেন। আর মামলা দায়ের করার অনুমতি চান। হাইকোর্টের বিচারপতি রাজশেখর মাস্তা মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন। আগামী সপ্তাহে এই মামলার শুনানি হতে পারে।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিচুনিয়া জগন্নাথ বিদ্যামন্দিরের ইংরেজির শিক্ষক দীপক জানা। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, সরকারি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিক চাকরিপ্রার্থীদের থেকে টাকা তুলেছেন। ২০১৮ সাল থেকে কাউকে গ্রুপ-ডি, কাউকে গ্রুপ-সি, প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক এবং নবম-দশমে চাকরি করিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে ৫ কোটি টাকা তুলেছেন। কিন্তু একটি চাকরিও হয়নি। তাই এই শিক্ষকের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেন প্রতারণার। আর পুলিশের বদলে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে দিয়ে তদন্ত করার আর্জি জানানো হয়েছে।

নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে নেমে সিবিআই আগেই শাহিদ ইমাম নামে এক শিক্ষককে গ্রেফতার করে। তিনি পেশায় স্কুল শিক্ষক হিসাবে প্রাথমিক স্কুলে চাকরি করতেন শাহিদ। তাঁকে নামে স্কুলেই দেখা যেত না। অথচ সেই স্কুল শিক্ষক শাহিদের সঙ্গে বলিউড অভিনেত্রীর গানের ভিডিও রয়েছে। এবার পূর্ব মেদিনীপুরের এই স্কুল শিক্ষকের নামেও কলকাতা হাইকোর্টে অভিযোগ জানানেন চাকরিপ্রার্থীরা। যা নিয়ে অনেকেই বলছেন, শিক্ষক তোলাবাজ। প্রতারণা চাকরিপ্রার্থীদের অভিযোগ, এই ঘটনা নিয়ে একাধিকবার পুলিশে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। বরং সাহস বেড়ে গিয়েছিল এই স্কুল শিক্ষকের। বিচুনিয়া জগন্নাথ বিদ্যামন্দিরের ইংরেজির শিক্ষক দীপক জানার বিরুদ্ধে এবার সিবিআই তদন্তের আর্জি জানিয়েছেন চাকরিপ্রার্থীরা।

# মাটি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের দ্বারস্থ কৃষকরা



ডেপুটেশন দিতে যাবার প্রাক মুহূর্তে মহিলা কৃষকেরা। ফটো : সংগৃহীত

নিজস্ব সংবাদদাতা : চাষের ক্ষেত থেকে মাটি কাটার অভিযোগ মাটি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে, প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন কৃষকরা। অভিযোগ রাত্রিবেলা বিধার পর মাটি চাষের ক্ষেত থেকে মাটি কেটে নিয়ে পাচার করা হচ্ছে। মাটি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে কৃষকদের এই অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এই ঘটনায় অস্তিত্ব হয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন কৃষকরা। অভিযোগ, প্রতিবাদ করতে গেলে প্রাণে মারার হুমকি দেয় মাটি মাফিয়ারা। ঘটনাটি ঘটে চলেছে নদিয়ার শান্তিপুর ব্লকের হরিপুর অঞ্চলের চৌধুরীপাড়ায়। এলাকার একাধিক কৃষকের অভিযোগ, ভাগীরথী নদীর চরে এলাকার বহু চাষির বিধা চাষের জমি রয়েছে। চাষের জমিগুলি তাঁদের নামে থাকা সত্ত্বেও রাত্রিবেলা ফসলের ক্ষেত থেকে মাটি কেটে নিচ্ছে মাটি মাফিয়ারা। দীর্ঘদিনের এই ঘটনায় প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়ে ডেপুটেশন জমা দিয়েছেন একাধিক কৃষক। অভিযোগ,

এতেও কোনও সুরাহা হয়নি। জমি থেকে মাটি কেটে ট্রলারে ভর্তি করে পাচার করছে বিভিন্ন ইটভাটায়। আরও অভিযোগ, নৌকা করে জমিতে চাষ করতে যাওয়ার সময় মাফিাদের যেতে দেওয়া হয় না। সেখানেও বাধা দেয় মাটি মাফিয়ারা। জানা যায়, চাষের জমিগুলির কিছুটা অংশ বর্ধমান জেলার মধ্যে পড়ে, আর কিছুটা অংশ পড়ছে নদিয়ার শান্তিপুর থানা এলাকার মধ্যে। বৃহস্পতিবার মাটি মাফিয়াদের দৌরাঙ্গের জেরে শান্তিপুর থানার দ্বারস্থ হয় প্রায় ৩৬ জন মহিলা ও পুরুষ চাষি। তারা একটি পিটিশন জমা দেয় শান্তিপুর থানায়। পুলিশের পক্ষ থেকে তাঁদের আশ্বস্ত করা হয় এবং বলা হয় তারা গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করবে। চাষিদের অভিযোগ, এইভাবে যদি মাটি মাফিয়াদের দৌরাঙ্গা দিন দিন বাড়তে থাকে তাহলে নিচিহ্ন হয়ে যাবে চাষের জমি।

## বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা সুবল বেরার সর্বদলীয় স্মরণসভা



স্মরণসভায় বক্তব্য রাখছেন গৌতম পণ্ডা।

নিজস্ব ফটো

সংবাদদাতা : ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কার্যকরী কমিটির প্রাক্তন সদস্য এআইটিইউসি’র জেলা সহ সভাপতি কমরেড সুবল বেরার স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হলো শনিবার রমনীমোহন গেস্ট হাউস ময়নাতে, ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে। প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান প্রবীণ নেতা নির্মল বেরা,সিপিআই জেলা সম্পাদক কমরেড সুবল বেরার স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হলো শনিবার

নবোদ্যু ঘড়া, তাঁর পুত্র সোমনাথ বেরা ও সুশোভন বেরা, সিপিআই (এম)-এর পক্ষে অমিতাভ রায়, আরএসপি’র পক্ষে সর্বেশ্বর মাইতি, জাতীয় কংগ্রেস-এর শঙ্কর মাইতি সহ পার্শ্ব রায়, জহর মাইতি, বিপিটিএ’র জেলা সম্পাদক তপন বর্মন, এআইএসএফ-এর রাজ্য সম্পাদক বিক্রম বাহাদুর মন্ডল প্রমুখ। স্মৃতিচারণ করেন নির্মল বেরা, গৌতম পণ্ডা, বামফ্রন্টের বিভিন্ন দলের ও জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ। সবাই গনতন্ত্র রক্ষার লড়াই, সমাজ পরিবর্তনের লড়াইকে শক্তিশালী করার মধ্য দিয়ে সুবল বেরার স্মৃতিচারণ সাধক করার কথা বলেন। সভাপতিত্ব করেন সন্তোষ মাজী।

# রানাঘাট হাসপাতাল থেকে দেড়শো টাকা দিয়ে বিড়াল ধরা হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : নদীয়া জেলার রানাঘাটে বিড়ালের উৎপাতে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। এই উৎপাত রানাঘাট হাসপাতালে আরও বেশি। হাসপাতালের একাধিক ওয়ার্ডে বিড়ালের উৎপাত মারাত্মক আকার নিয়েছে। প্রাথমিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি বিড়ালের অবাধ থেকে শুরু করে হাসপাতালের রান্নাখর-সর্বত্র অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে কয়েকশো বিড়াল।

বিড়ালের উৎপাতে অতিষ্ঠ নদিয়ার রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালের রোগী থেকে শুরু করে চিকিৎসক, নার্স সকলেই। তাই বিড়ালের উৎপাত বন্ধ করার জন্য এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে বিড়াল ধরে নিয়ে যাবার জন্য ডাকা হয়েছে। বিড়াল প্রতি তাদের ১৫০ টাকা দেওয়া হবে। এখন সেই বিড়াল ধরে নিয়ে যাওয়ার ভোডজোড় চলছে। গায়ে অ্যাপ্রন, হাতে বিশেষ সরঞ্জাম। এই অবস্থায় হাসপাতালের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ছোট্টাট্টি করছেন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মীরা। তাঁদের লক্ষ্য, বিড়াল ধরে নির্দিষ্ট স্থানে ছেড়ে আস। এই কাজের জন্য বরাত পাওয়া স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে দেওয়া হচ্ছে বিড়াল প্রতি ১৫০ টাকা। দু-এক দিনের মধ্যেই বিড়ালমুক্ত হবে হাসপাতাল, এমনটাই দাবি ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটি। গত স্কেন্সারিতেই ওই হাসপাতালে শুরু হয়েছিল প্রথম দফার বিড়াল বিদায় অভিযান। তার পর বুধবার থেকে শুরু হয়েছে দ্বিতীয় দফা।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, রানাঘাট হাসপাতালের একাধিক ওয়ার্ডে গত কয়েক মাসের মধ্যে বিড়ালের উৎপাত মারাত্মক আকার নিয়েছে। প্রাথমিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি বিড়ালের অবাধ বিচরণ। তাই রোগী নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য সচেতনতার কথা মাথায় রেখে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে বিড়াল ধরার দায়িত্ব দিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এ নিয়ে রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালের সুপার প্রস্তুদ অধিকারী বলেন, এর আগে এই বিড়ালের জন্য হাসপাতাল সংবাদের শিরোনামে এসেছিল। তারপর থেকে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। তাঁর দাবি, বিড়ালগুলি ধরে একটি গ্রামের মধ্যে রাখা হচ্ছে নিরাপদে। তাদের উপর নজরদারিও চলবে বলে জানিয়েছেন। তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের এই পদক্ষেপ নিয়ে সরব পশুপ্রেমী সংগঠনগুলি। এমনই এক সংগঠনের সদস্য অমিয় মহাপাত্রের কথায়, বিড়ালগুলিকে উদ্ধার করা যেতে পারে। তবে এভাবে বন্দি করা যায় না। আর তাদের স্বাস্থ্যের কথাও মাথায় রাখতে হবে। সব শুনে নদীয়া-মুর্শিদাবাদ ডিভিশনের বনাধিকারিক প্রদীপ বাউড়ি বলেন, বিড়াল গৃহপালিত পশু। তাই এ ক্ষেত্রে বনবিভাগের সেই অর্থে কিছু করার নেই।

## শিয়ালদহ মেন লাইনে ট্রেন চলাচল বিপর্যস্ত, দুর্ভোগ নিত্যযাত্রীদের



নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতিদিন শিয়ালদহ মেন লাইনে ট্রেন চলাচল বিপর্যস্তের ঘটনায় নিত্যযাত্রীরা দুর্ভোগের মুখে পড়েছেন।

আবার শুক্রবার নৈহাটিতে যান্ত্রিক গোলোযোগের কারণে শিয়ালদহমুখী সমস্ত ট্রেন আটকে পড়ে। অন্যদিকে অন্য প্রান্ত থেকে ট্রেন না আসায় আপ লোকালগুলিও সময়ে ছাড়ছে না। এই ঘটনায় অফিস টাইমে দুর্ভোগের মুখে পড়েছেন নিত্যযাত্রীরা। সময়ে ট্রেন না ছাড়া শিয়ালদহ স্টেশনে অফিস ক্ষেত যাত্রীদের ভিড় বাড়তে থাকে। তবে রেল সূত্রে খবর, আপাতত নৈহাটি স্টেশন অবধি ট্রেন চালানো হচ্ছে। তবে পরিসেবা কখন স্বাভাবিক হবে, সে খবর এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, নৈহাটিতে একটি প্লেনেট খারাপ থাকায় ডাউন লোকালগুলি নৈহাটির আগেই আটকে পড়েছে। আবার ট্রেনগুলি শিয়ালদহে না আসায় আপ লোকালগুলিকেও সময়ে ছাড়া যাচ্ছে না। এই ঘটনার প্রভাব রেলের অন্যান্য শাখাতেও পড়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

## মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

মনীষা প্রকাশিত কিছু উল্লেখযোগ্য বই			
জীবনী			
কার্ল মার্কস সংক্ষিপ্ত জীবনী	:	নিকলাই ইভানভ	৭০.০০
দর্শন			
দার্শনিক লেনিন	:	দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৯০.০০
ইতিহাস			
ইতিহাসের ধারা	:	সুশোভন সরকার	৭৫.০০
সাম্প্রদায়িক ইতিহাস ও	:		
রামের অযোধ্যা	:	রামশরণ শর্মা	৩০.০০
বাংলার ফ্যাসিস্ট বিরোধী ঐতিহ্য	:		১০০.০০
ঠিকানা : কলকাতা	:	সুনীল মুন্সী	২০০.০০
সাহিত্য			
আলেক্সান্দর পুশকিন নির্বাচিত রচনাবলি	:		২৫০.০০
রবীন্দ্র সাহিত্য			
রবীন্দ্র ভাবনা	:		
নির্বাচিত প্রবন্ধ	:	তপতী দাশগুপ্ত	১৫০.০০
কাব্যগ্রন্থ			
দিনেশ দাস কাব্যসমগ্র	:		২৫০.০০
বিজ্ঞান			
রাসায়নিক মৌল কেমন করে	:		
সেগুলি আবিস্কৃত হয়েছিল	:	ড. ন. ত্রিফোনভ	
	:	ড. দ. ত্রিফোনভ	২৫০.০০
বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের	:		
ইতিহাস অনুসন্ধান	:	মঞ্জুকুমার মজুমদার,	
	:	ভানুদেব দত্ত ( মোট ১৫ খণ্ড )	
CAA, NRC, NPR	:	ডি. রাজা, এইচ মহাদেবন	
মানছি না	:	ড. বি. কে. কন্দো	
বিজৈপির স্বরূপ	:	এ. বি. বর্ধন	
(পরিবর্তিত সংস্করণ)	:		

## মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

## OUR ENGLISH PUBLICATIONS

Karl Marx Remembered : Editor : Philip S. Foner	Rs. 55.00
Somenath Lahiri Collected Writings :	Rs.15.00
Rise of Radicalism in Bengal	
in the 19th Century : Satyendranath Pal	Rs. 190.00
Peasant Movement in India	
19th-20th Centuries : Sunil Sen	Rs. 90.00
Political Movement in Murshidabad	
1920-1947 : Bishan Kr. Gupta	Rs. 85.00
Forests and Tribals : N. G. Basu	Rs. 70.00
Essays on Indology	
Birth Centenary tribute to Mahapandita	
Rahula Sankrityayana :	
Editor. Alaka Chattopadhyaya	Rs. 100.00

## মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২২ মার্চ বিশ্ব পুতুল নাট্যদিবসে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গোবরডাঙ্গা শিল্পাঞ্জলি পুতুল নাট্য সংস্থা এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। একই সাথে ৩৬ তম শিল্পাঞ্জলি উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হয় স্মারক পুস্তিকা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ হরেকৃষ্ণ মন্ডল, ইছাপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক অশোক পাল, শিল্পায়নের নির্দেশক নাট্য ব্যক্তিত্ব আশিষ চ্যাটার্জি, সাংবাদিক অলোক বিশ্বাস, সরোজ চক্রবর্তী, এবং ইন্দ্রজিৎ আইচ। অধ্যক্ষ ডঃ হরেকৃষ্ণ

মন্ডল তার স্বগত ভাষণে শিল্পাঞ্জলির দীর্ঘ ৩৬ বৎসরের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রসংশা করেন, তিনি আরো বলেন পুতুল শিল্পকলার মতো একটি প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী শিল্পমাধ্যম নিয়ে শিল্পাঞ্জলির চর্চা ও তার প্রচার ও প্রসারের এই প্রয়াস নব প্রজন্মের কাছে একটি নতুন বার্তা নিয়ে আসবে। শিক্ষক অশোক পাল বলেন, বিভিন্ন প্রান্তিক স্কুলে পড়াশোনার পাশাপাশি পুতুল শিল্পকলা-কে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে নিয়মিত কর্মশালা ও প্রশিক্ষণে শিল্পাঞ্জলির অবদানের কথা। বর্ষীয়ান সাংবাদিক সরোজ



চক্রবর্তী বলেন, শিল্পাঞ্জলির অনেক পুতুল শিল্পকলা প্রদর্শনী তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার এক সুন্দর

মেলবন্ধন তিনি প্রত্যেক প্রয়োজনায় লক্ষ্য করেছেন। এই বিশেষ দিনে শিল্পাঞ্জলি পরিবেশন করে তাদের নবনির্মিত পুতুল নাট্য 'ভারত

পথিক'। রামমোহন রায়ের আড়াইশো জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য পুতুল নাট্য-তে ঐতিহ্যবাহী দণ্ডপুতুল, সুতোপুতুল এবং ছায়া পুতুলের ব্যবহার উপস্থিত দর্শক বন্ধুদের চমক্ ত করেছে। শিল্পাঞ্জলির পুতুল শিল্পকলা বিভাগের পরিচালক শঙ্করত বিশ্বাস অসাধারণভাবে বর্তমানে সময়ে ঊনবিংশ শতাব্দীকে তুলে ধরেন এই পুতুল নাটকের মাধ্যমে।

শিল্পাঞ্জলির পুতুল শিল্পকলা বিভাগে শিক্ষিকা সোমা মজুমদার-এর গবেষণালব্ধ সংলাপ পুতুলনাট্যটিকে একটি অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে। রামমোহন রায়ের

মতো ব্যক্তিত্বকে পুতুল নাট্যের মাধ্যমে পরিবেশ সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে-এমন অভিমত ব্যক্ত করেছেন প্রায় সকল দর্শক বন্ধুরা। শিল্পাঞ্জলির আমন্ত্রণে এইদিন উপস্থিত ছিলেন ঐতিহ্যবাহী পুতুল শিল্পী শ্রী রামপদ ঘড়ুই তার বেনী পুতুলের প্রদর্শনী নিয়ে। তার বেনী পুতুলের প্রদর্শনী প্রত্যক্ষ করে উপস্থিত দর্শকমন্ডলী করতালির মাধ্যমে তাকে অভিনন্দিত করেন। উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানিয়ে সংস্থার সম্পাদক শ্রী মলয় কুমার বিশ্বাস পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে ৩৬ তম শিল্পাঞ্জলি উৎসবের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

# ফ্রান্সে বিক্ষোভ ও সংঘর্ষ বেড়েই চলেছে, গ্রেপ্তার বেড়ে ৪৫৭

প্যারিস, ২৫ মার্চ : ফ্রান্সে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসসহ বিভিন্ন শহরে এ সংঘর্ষ হয়। ফ্রান্স সরকারের প্রস্তাবিত অবসর নীতিমালার বিরুদ্ধে তিন মাস ধরে চলমান বিক্ষোভে এটি সবচেয়ে বড় হিংসাত্মক ঘটনা। ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেরাল্ড ডার্মানিন বলেন, প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁর অবসর নীতিমালার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করায় ৪৫৭ জন গ্রেপ্তার হয়েছেন। গত বৃহস্পতিবারের সংঘর্ষে ৪৪১ জন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য আহত হয়েছেন। শুক্রবার সকালে ডার্মানিন সিনিউজ চ্যানেলকে বলেন, প্যারিসের রাস্তায় ৯০৩ স্থানে

বিক্ষোভকারীরা আগুন দেন। সে আগুন নেভানো হয়েছে। গত জানুয়ারির মাঝামাঝিতে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোঁ সরকারি কর্মচারীদের অবসরে যাওয়ার বয়স বাড়ানোর উদ্যোগ নেন। অবসরের বয়স ৬২ থেকে বাড়িয়ে ৬৪ করার পরিকল্পনা হয় এবং পার্লামেন্টে কোনো ধরনের ভোটচ্যুতি ছাড়াই এ সংস্কার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত হয়। এর প্রতিবাদে তিন মাস ধরে ফ্রান্সের রাস্তায় বিক্ষোভ চলছে। বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ বা ধরনের হিংসাত্মক ঘটনাররূপ নেয়। ডার্মানিন বলেন, দেশজুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে। কয়েক স্থানে বিক্ষোভ হিংসাত্মক ঘটনার রূপ নেয়। এর মধ্যে প্যারিস শহর অন্যতম। ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, বৃহস্পতিবার দেশজুড়ে



বিক্ষোভকারীদের দিকে কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোড়ে পুলিশ।

 ফটো : এএফপি

বিভিন্ন জায়গায় ১০ লাখ ৮৯ হাজারের মতো মানুষ বিক্ষোভে অংশ নেন। শুধু প্যারিসে

বিক্ষোভে অংশ নিয়েছেন ১ লাখ ১৯ হাজার মানুষ। গত সবচেয়ে বড় জমায়োতা তবে দেশজুড়ে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক

মানুষ অংশ নিয়েছিলেন ৭ মার্চের বিক্ষোভে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, ওই দিন বিভিন্ন জায়গায় মোট ১২ লাখ ৮০ হাজার মানুষ বিক্ষোভে যোগ দিয়েছিলেন। পুলিশ সতর্ক করে বলেছে, প্যারিসে কয়েক শ কালো পোশাকধারী উগ্রপন্থী বিক্ষোভকারী ব্যাংক, দোকান ও ফাস্ট ফুড রেস্টোরঁর জানালা ভেঙে ফেলেছেন এবং সড়কে থাকা বিভিন্ন সরঞ্জাম নষ্ট করেছেন।

গত বুধবার ফরাসি প্রেসিডেন্ট অবসরকালীন সংস্কারকে জরুরি বলে উল্লেখ করার পর বিক্ষোভকারীরা আরও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। এদিন ম্যাক্রোঁ বলেছেন, এ সংস্কার করতে গিয়ে তাঁর জনপ্রিয়তা কমে গেলেও তিনি তা মেনে নিতে প্রস্তুত আছেন। এর

আগে গত রোববার এক জরিপে দেখা গেছে, ম্যাক্রোঁর জনপ্রিয়তা ২৮ শতাংশে নেমে এসেছে। ম্যাক্রোঁ সরকারের কট্টরপন্থী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে পরিচিত ডার্মানিন বিক্ষোভকারীদের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেন, গত সপ্তাহে যে অবসর নীতিমালা গ্রহণ করা হয়েছে, তা থাকবে। আমরা হিংসার কারণে এটি তুলে নেব না। যদি বিক্ষোভের কারণে তুলে নেওয়া হয়, তবে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকবে না। আমরা গণতান্ত্রিক বিতর্ক বা সামাজিক বিতর্ক করতে প্রস্তুত, কিন্তু হিংসার বিতর্ক চাই না।

বৃহস্পতিবার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় বর্দো শহরের পৌর ভবনের বারান্দায় অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। আগামী মঙ্গলবার ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় চার্লসের

সেখানে সফরে যাওয়ার কথা। এটি ব্রিটিশ রাজা হিসেবে চার্লসের প্রথম বিদেশ সফর। তবে বিক্ষোভকারীরা মঙ্গলবার নতুন করে বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘোষণা করায় রাজা চার্লসের সফরের ওপর প্রভাব পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিক্ষোভকারীদের কেউ কেউ রাস্তায় অগ্নিসংযোগ করেছেন। বর্দো শহরের মেয়র পিয়েরে হারমিক বলেন, এ ধরনের হিংসাত্মক ঘটনার বিষয়টি বুঝতে এবং গ্রহণ করা কঠিন। কেন বর্দোর লোকজনকে লক্ষ্যবস্তু বানানো হচ্ছে? আমি এর কঠোর নিন্দা জানাতে পারি।

প্রসঙ্গত, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোঁ সরকারি কর্মচারীদের অবসরে যাওয়ার বয়স ৬২ থেকে বাড়িয়ে ৬৪ করছেন। এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চলছে।

# ইউক্রেন নিয়ে আলোচনার জন্য চিন যাচ্ছেন স্পেনের প্রধানমন্ত্রী

মাদ্রিদ, ২৫ মার্চ : চিন সফরে যাচ্ছেন স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানসেজ। আগামী সপ্তাহে এ সফরের সময় তিনি চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করবেন। এ সময় ইউক্রেনের যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করবেন এ দুই নেতা।

বৃহস্পতিবার পেদ্রো সানসেজ তাঁর এই চিন সফরের কথা নিজেই সাংবাদিকদের জানান। তিনি বলেছেন, ইউক্রেনে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার

উপায় নিয়ে সফরকালে তিনি শি জিন পিংয়ের সঙ্গে আলোচনা করবেন। ব্রাসেলসে পেদ্রো সানজেস বলেন, আমরা (তিনি ও শি জিন পিং) ইউক্রেন সম্পর্কে কথা বলব।

ইউক্রেনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, একটি স্থিতিশীল ও টেকসই শান্তির নিশ্চয়তা দিতে পারা। শি জিন পিংয়ের আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণের পরিপ্রেক্ষিতে বেইজিংয়ে যাচ্ছেন পেদ্রো সানসেজ। চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং সম্প্রতি

মস্কো সফর করে ফিরেছেন। ইউক্রেনে শান্তি ফেরাতে তিনি ১২ দফার প্রস্তাব দিয়েছেন। চিনা এ শান্তি প্রস্তাবকে ইউক্রেনে যুদ্ধ বন্ধের ভিত্তি বলেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিন। পশ্চিম সামরিক জোট ন্যাটোর সদস্য স্পেন।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দেশটির ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব রয়েছে। এ কারণে ইউক্রেনের যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে স্পেনের প্রধানমন্ত্রীর আসন্ন চীন সফরের খবর বেশ গুরুত্ব পেয়েছে।

# সার্বিয়ায় ট্রাকের ভেতর থেকে ৯ অভিবাসী উদ্ধার

বেলগ্রেড, ২৫ মার্চ : গ্রিস থেকে পোল্যান্ডগামী একটি ট্রাকে অ্যালুমিনিয়াম রোলের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ৯ জন অভিবাসীকে উদ্ধার করেছে সার্বিয়া।

আজ শুক্রবার সার্বিয়ার কাস্টমস কর্তৃপক্ষ ট্রাকটি স্থান করার সময় তাদের শনাক্ত করে। অভিবাসীরা আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও সিরিয়ার যুবক।

একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, উত্তর মেসিডোনিয়ার সঙ্গে সার্বিয়ার সীমান্তে কাস্টমস

কর্মকর্তারা স্থানের সময় এসব অভিবাসীদের শনাক্ত করা হয়। সার্বিয়ার কেন্দ্রস্থলে বলকান স্থলবন্দর অবস্থিত। শরণার্থী ও অভিবাসীরা পশ্চিম ইউরোপে পৌঁছাতে এবং সেখানে নতুন জীবন শুরু করার জন্য বন্দরটি ব্যবহার করেন। অভিবাসীরা ত্বরন্থ থেকে গ্রিস বা বুলগেরিয়া, এরপর উত্তর মেসিডোনিয়া এবং সার্বিয়া যান। এরপর সার্বিয়া থেকে তাঁরা ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যরাষ্ট্র হাঙ্গেরি,

ক্রোয়েশিয়া বা রোমানিয়ার দিকে অগ্রসর হন। কেউ কেউ আবার প্রথমে বসনিয়া যান, পরে ক্রোয়েশিয়ায় পাড়ি জমান।

সহিংসতা বা দারিদ্র্য থেকে পালিয়ে আসা হাজার হাজার মানুষ প্রতিবছর বলকান অঞ্চল দিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশে প্রবেশের চেষ্টা করেন। অচেনা সীমান্ত অতিক্রম করতে সহায়তা নিতে গিয়ে তাঁরা প্রায়ই মানব পাচারকারীদের হাতে পড়ে বিপদের সম্মুখীন হন।

### মালবাহী ট্রেনে টেক্সাস যাত্রা, দমবন্ধ হয়ে প্রাণ গেল দুজনের

অস্টিন, ২৫ মার্চ : যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যে মালবাহী একটি ট্রেনে দমবন্ধ হয়ে ২ জন নিহত ও ১০ জন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁরা অবৈধ অভিবাসী বলে ধারণা করা হচ্ছে। পুলিশ বলেছে, অসুস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসাকেন্দ্রে নেওয়া হয়েছে। টেক্সাসের উভালডে শহরের পুলিশ এক বিবৃতিতে বলেছে, জরুরি নম্বর ৯১১ থেকে তাঁরা একটি বোন পেয়েছেন। তাঁদের জানানো হয়েছিল, বেশ কয়েক অভিবাসী ট্রেনের ভেতরে দমবন্ধ অবস্থায় আটকা পড়ে আছেন। পুলিশ বলেছে, কমপক্ষে ১৫ অভিবাসীকে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বর্ডার পুলিশ কর্মকর্তারা পরে ট্রেনটি থামানোর ব্যবস্থা করেন। উভালদে কাউন্টি থেকে পূর্ব দিকে কিনিগ্লা এলাকায় তাঁরা ট্রেনটি থামান। কর্মকর্তারা হেলিকপ্টার অবতরণের জন্য ওই এলাকা অস্থায়ীভাবে বন্ধ রেখেছেন। গত বছর ওই এলাকাতেই আরেকটি বড় দুর্ঘটনায় ৫৩ অভিবাসী নিহত হয়েছেন। সে সময় পাচারের চেষ্টার সময় পেছনে থাকা একটি ট্রাক্টরে প্রচণ্ড গরমে তাঁরা মারা যান। যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি–বিষয়ক মন্ত্রী আলেকজান্দো মায়োরকাস টুইটারে বলেছেন, অভিবাসীদের এমন বিপজ্জনক যাত্রার খবর তাঁদের জন্য হৃদয়বিদারক। দুর্ঘটনার জন্য কারা দায়ী, তা তদন্ত করে দেখা গেছে।মায়োরকাস আরও বলেন, শুধু মুনাফার আশায় চোরাকারবারিরা অভিবাসীদের এভাবে নিয়ে আসেন। উভালদে পুলিশপ্রধান ডানিয়েল রদরিগুয়েজ বলেছেন, সন্দেহভাজন অভিবাসীদের জলশূন্যতা দেখা দিয়েছিল। ট্রেনের কামরায় প্রচণ্ড গরমের কারণে তাঁরা জলশূন্য হয়ে পড়েছিলেন। যাঁরা নিহত ও অসুস্থ হয়েছেন, তাঁদের পরিচয় জানাতে পারেনি হোমল্যান্ড সিকিউরিটি। নিগ্লা মেক্সিকো সীমান্তের কাছেই অবস্থিত।

### মালবাহী ট্রেনে টেক্সাস যাত্রা, দমবন্ধ হয়ে প্রাণ গেল দুজনের

অস্টিন, ২৫ মার্চ : যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যে মালবাহী একটি ট্রেনে দমবন্ধ হয়ে ২ জন নিহত ও ১০ জন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁরা অবৈধ অভিবাসী বলে ধারণা করা হচ্ছে। পুলিশ বলেছে, অসুস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসাকেন্দ্রে নেওয়া হয়েছে। টেক্সাসের উভালডে শহরের পুলিশ এক বিবৃতিতে বলেছে, জরুরি নম্বর ৯১১ থেকে তাঁরা একটি বোন পেয়েছেন। তাঁদের জানানো হয়েছিল, বেশ কয়েক অভিবাসী ট্রেনের ভেতরে দমবন্ধ অবস্থায় আটকা পড়ে আছেন। পুলিশ বলেছে, কমপক্ষে ১৫ অভিবাসীকে স্বাস্থ্য সেবা দেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বর্ডার পুলিশ কর্মকর্তারা পরে ট্রেনটি থামানোর ব্যবস্থা করেন। উভালদে কাউন্টি থেকে পূর্ব দিকে কিনিগ্লা এলাকায় তাঁরা ট্রেনটি থামান। কর্মকর্তারা হেলিকপ্টার অবতরণের জন্য ওই এলাকা অস্থায়ীভাবে বন্ধ রেখেছেন। গত বছর ওই এলাকাতেই আরেকটি বড় দুর্ঘটনায় ৫৩ অভিবাসী নিহত হয়েছেন। সে সময় পাচারের চেষ্টার সময় পেছনে থাকা একটি ট্রাক্টরে প্রচণ্ড গরমে তাঁরা মারা যান। যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি–বিষয়ক মন্ত্রী আলেকজান্দো মায়োরকাস টুইটারে বলেছেন, অভিবাসীদের এমন বিপজ্জনক যাত্রার খবর তাঁদের জন্য হৃদয়বিদারক। দুর্ঘটনার জন্য কারা দায়ী, তা তদন্ত করে দেখা গেছে।মায়োরকাস আরও বলেন, শুধু মুনাফার আশায় চোরাকারবারিরা অভিবাসীদের এভাবে নিয়ে আসেন। উভালদে পুলিশপ্রধান ডানিয়েল রদরিগুয়েজ বলেছেন, সন্দেহভাজন অভিবাসীদের জলশূন্যতা দেখা দিয়েছিল। ট্রেনের কামরায় প্রচণ্ড গরমের কারণে তাঁরা জলশূন্য হয়ে পড়েছিলেন। যাঁরা নিহত ও অসুস্থ হয়েছেন, তাঁদের পরিচয় জানাতে পারেনি হোমল্যান্ড সিকিউরিটি। নিগ্লা মেক্সিকো সীমান্তের কাছেই অবস্থিত।

### মালবাহী ট্রেনে টেক্সাস যাত্রা, দমবন্ধ হয়ে প্রাণ গেল দুজনের

অস্টিন, ২৫ মার্চ : যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যে মালবাহী একটি ট্রেনে দমবন্ধ হয়ে ২ জন নিহত ও ১০ জন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁরা অবৈধ অভিবাসী বলে ধারণা করা হচ্ছে। পুলিশ বলেছে, অসুস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসাকেন্দ্রে নেওয়া হয়েছে। টেক্সাসের উভালডে শহরের পুলিশ এক বিবৃতিতে বলেছে, জরুরি নম্বর ৯১১ থেকে তাঁরা একটি বোন পেয়েছেন। তাঁদের জানানো হয়েছিল, বেশ কয়েক অভিবাসী ট্রেনের ভেতরে দমবন্ধ অবস্থায় আটকা পড়ে আছেন। পুলিশ বলেছে, কমপক্ষে ১৫ অভিবাসীকে স্বাস্থ্য সেবা দেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বর্ডার পুলিশ কর্মকর্তারা পরে ট্রেনটি থামানোর ব্যবস্থা করেন। উভালদে কাউন্টি থেকে পূর্ব দিকে কিনিগ্লা এলাকায় তাঁরা ট্রেনটি থামান। কর্মকর্তারা হেলিকপ্টার অবতরণের জন্য ওই এলাকা অস্থায়ীভাবে বন্ধ রেখেছেন। গত বছর ওই এলাকাতেই আরেকটি বড় দুর্ঘটনায় ৫৩ অভিবাসী নিহত হয়েছেন। সে সময় পাচারের চেষ্টার সময় পেছনে থাকা একটি ট্রাক্টরে প্রচণ্ড গরমে তাঁরা মারা যান। যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি–বিষয়ক মন্ত্রী আলেকজান্দো মায়োরকাস টুইটারে বলেছেন, অভিবাসীদের এমন বিপজ্জনক যাত্রার খবর তাঁদের জন্য হৃদয়বিদারক। দুর্ঘটনার জন্য কারা দায়ী, তা তদন্ত করে দেখা গেছে।মায়োরকাস আরও বলেন, শুধু মুনাফার আশায় চোরাকারবারিরা অভিবাসীদের এভাবে নিয়ে আসেন। উভালদে পুলিশপ্রধান ডানিয়েল রদরিগুয়েজ বলেছেন, সন্দেহভাজন অভিবাসীদের জলশূন্যতা দেখা দিয়েছিল। ট্রেনের কামরায় প্রচণ্ড গরমের কারণে তাঁরা জলশূন্য হয়ে পড়েছিলেন। যাঁরা নিহত ও অসুস্থ হয়েছেন, তাঁদের পরিচয় জানাতে পারেনি হোমল্যান্ড সিকিউরিটি। নিগ্লা মেক্সিকো সীমান্তের কাছেই অবস্থিত।

# তিউনিসিয়ার উপকূলে নৌকা ডুবে নিখোঁজ ৩৪ অভিবাসনপ্রত্যাশী

তিউনিস, ২৫ মার্চ : তিউনিসিয়ার উপকূলে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের নিয়ে একটি নৌকা ডুবে গেছে। এতে শিশুসহ অন্তত ৩৪ জন নিখোঁজ রয়েছেন। চলছে উদ্ধারকাজ। দেশটির কর্তৃপক্ষের ধারণা, অভিবাসন প্রত্যাশীদের নিয়ে নৌকাটি ভূমধ্যসাগরে পেরিয়ে ইতালি যাওয়ার চেষ্টা করছিল। এ নিয়ে গত দুই দিনে তিউনিসিয়ার উপকূলে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের বহনকারী পাঁচটি নৌকা ডুবে যাওয়ার ঘটনা ঘটল। নৌকাডুবির এসব ঘটনায় প্রাণ গেছে সাতজনের। এখনো নিখোঁজ অন্তত ৬৭ জন। তিউনিসিয়ার কান্টগার্ড আজ শনিবার জানিয়েছে, গত দুই দিনে দেশটির উপকূল থেকে অভিবাসন প্রত্যাশীদের নিয়ে ইউরোপগামী ৫৬টি নৌকা আটকে দেওয়া হয়েছে। এসব নৌকা থেকে আটক

করা হয়েছে ৩ হাজারের বেশি অভিবাসনপ্রত্যাশীকে। সাম্প্রতিক সময়ে ইউরোপে যেতে ইচ্ছুক অভিবাসনপ্রত্যাশীদের কাছে ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী তিউনিসিয়া অন্যতম একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছর এখন পর্যন্ত ইতালিতে প্রবেশ করা অন্তত ১২ হাজার অভিবাসনপ্রত্যাশী তিউনিসিয়া থেকে এসেছেন। গত বছরের একই সময়ে এ সংখ্যা ছিল মাত্র ১ হাজার।

এভাবেই ঠিকানার খোঁজে সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছে অভিবাসনপ্রত্যাশীরা।

 ফটো : আলজাজিরা

বছরের প্রথম আড়াই মাসে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে প্রায় ১৭ হাজার অভিবাসনপ্রত্যাশী ইতালিতে পৌঁছেছেন। আগের বছরের একই সময়ে এ সংখ্যা ছিল ৬ হাজার।

নৌকায় চেপে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে অবৈধ উপায়ে ইউরোপে পাড়ি জমানোর প্রচেষ্টা চালাতে গিয়ে প্রতিবছরই শত শত অভিবাসনপ্রত্যাশীর প্রাণহানি হচ্ছে। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী, চলতি বছর এখন পর্যন্ত ভূমধ্যসাগরে ৩০০ অভিবাসনপ্রত্যাশীর মৃত্যু হয়েছে।



বোমা হামলার পরও আগুন ও ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশ ছুঁয়েছে।

 ফটো : আলজাজিরা

ঠিকাদার নিহত ও পাঁচ মার্কিন সেনাসহ ছয়জন আহত হন। মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়, সেদিন তিনটি ড্রোন দিয়ে হামলা চালানো হলেও, দুটি ড্রোন গুলি করে ভূপাতিত করা হয়। কিন্তু বাকি একটি মার্কিন সৈন্যদের ঘাঁটিতে আঘাত হানে। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর দাবি, হামলায় ব্যবহৃত ড্রোনগুলোর উৎস ইরান। এর প্রতিক্রিয়ায় বৃহস্পতিবার রাতেই মার্কিন এফ–১৫ জঙ্গি বিমানগুলো ইরানের ইসলামিক রেভোলুশনারি গার্ডস কোর (আইআরজিসি) সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর ব্যবহৃত স্থানপা লক্ষ্য করে হামলা চালায়। পরে এ তথ্য নিশ্চিত করে পেটাগন। শুক্রবার (২৪ মার্চ) সকালে সিরিয়ার আল ওমর তেলক্ষেত্রের কাছে একটি মার্কিন ঘাঁটিতে হামলা হয়, এতে আরেক মার্কিন সেনা আহত হন বলে জানায় পেটাগন। এর জবাবে সিরিয়ার পূর্বাঞ্চলের আরও কয়েকটি এলাকায় রকেট হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র। শুক্রবার

# মুক্তি পেলেন হোটেল রুয়াভার নায়ক

কিগালি, ২৫ মার্চ : রুয়ান্ডা সরকারের সমালোচক হিসেবে পরিচিত পল রুসেসাবাগিনা কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন। ৯০০ দিনের বেশি সময় কারাবন্দী থাকার পর শুক্রবার মুক্তি পেয়েছেন তিনি। সন্ত্রাসবাদের অভিযোগে তাঁর ২৫ বছরের কারাদণ্ড হয়েছিল। সাজার মেয়াদ কমিয়ে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। ১৯৯৪ সালে রুয়ান্ডায় গণহত্যা চলার সময় ১ হাজার ২০০ মানুষের জীবন বাঁচাতে পেরেছিলেন রুসেসাবাগিনা। তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে হলিউডে হোটেল রুয়ান্ডা নামের চলচ্চিত্রটি নির্মিত হয়েছে। সেখানে তাঁকে বীর হিসেবে দেখানো হয়। ১০০ দিন ধরে ওই গণহত্যা চলাকালে রুয়ান্ডার প্রায় ৮ লাখ মানুষ নিহত হন। রুসেসাবাগিনা


 পল রুসেসাবাগিনা। ফটো : এএফপি

রুয়ান্ডার প্রেসিডেন্ট পল কাগামের কঠোর সমালোচক হয়ে ওঠেন। এমন অবস্থায় তাঁকে রাষ্ট্রের শত্রু হিসেবে বিবেচনা করা শুরু হয়। রুসেসাবাগিনার বিরুদ্ধে ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টকে (এফএলএন) সমর্থন দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়। ২০১৮ ও ২০১৯ সালে রুয়ান্ডায় হামলা চালিয়ে ৯ জনকে হত্যার জন্য এ বিদ্রোহী গোষ্ঠীটিকে দায়ী করা হয়ে থাকে। ২০২০ সালের

আগস্টে রুসেসাবাগিনাকে বহনকারী বুরুন্ডিগামী একটি উড়োজাহাজের পথ পাশ্বে রুয়ান্ডায় নিয়ে যাওয়ার পর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ ঘটনাকে অপহরণ উল্লেখ করে রাষ্ট্রসংঘ ক্ষোভ জানায়।৬৮ বছর বয়সী রুসেসাবাগিনা শারীরিকভাবে অসুস্থ। পরিবার বলেছে, ৯৩৯ দিন আটক থাকা অবস্থায় তাঁর

ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছে। রুয়ান্ডা সরকারের মুখপাত্র ইয়োলান্ডে মাকোলো এএফপিকে বলেন, প্রেসিডেন্টের আদেশক্রমে তাঁর সাজার মেয়াদ কমানো হয়েছে। তাঁর সঙ্গে সাজা পাওয়া আরও ১৯ জন আসামিরও

সাজার মেয়াদ কমানো হয়েছে। এক মার্কিন কর্মকর্তা বলেন, শুক্রবার মধ্যরাতের আগে আগে রুসেসাবাগিনা কিগালিতে

কাতারের রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে পৌঁছান। কয়েক দিন সেখানেই থাকবেন তিনি। এর পর কাতারের উদ্দেশে রওনা হবেন। কাতারের মধ্যস্থতাতেই রুসেসাবাগিনা মুক্তি পেয়েছেন। চলতি মাসের শুরুতে দোহায় রুয়ান্ডার প্রেসিডেন্ট পল কাগামে দোহায় কাতারের কাতারের আমিরের সঙ্গে বৈঠক করেন।

মামলাটি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র ও কাতার দুই পক্ষের ভূমিকারই প্রশংসা করেছে রুয়ান্ডা। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র রুসেসাবাগিনার মুক্তির সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে।

১৯৯৬ সালে রুসেসাবাগিনা রুয়ান্ডা ছেড়ে ক্রী সন্তানসহ বেলজিয়ামে চলে যান। তাঁর বেলজিয়ামের নাগরিকত্বও আছে। প্রায় এক দশক পর ২০০৪

সালে তাঁর জীবনকাহিনি অবলম্বনে হোটেল রুয়ান্ডা’ নির্মিত হয়। এতে রুসেসাবাগিনার চরিত্রে অভিনয় করেছেন ডন চিয়াডলি। ১৯৯৪ সালে রুয়ান্ডার হতু ও তৃতসি সম্প্রদায়ের মধ্যকার উত্তেজনা গৃহযুদ্ধে পরিণত হয়। হতুরা নির্বিচারে তৃতসিদের হত্যা করছিল। তখন রুসেসাবাগিনা কিগালির একটি হোটেলে ব্যবস্থাপক হিসেবে কাজ করতেন।

হোটেল গোটের বাইরে যখন গণহত্যা চলছিল, তখন নিজের পরিবারের সদস্যসহ অনেক মানুষকে তিনি হোটেলের ভেতর আশ্রয় দিয়ে গণহত্যার হাত থেকে বাঁচাতে সক্ষম হন। হোটেল রুয়ান্ডা মুক্তি পাওয়ার পর রুসেসাবাগিনা রাতারাতি তারকা খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।



## এমবাপের জোড়া গোলে ডাচদের উড়িয়ে দিল ফ্রান্স, জয় বেলজিয়ামেরও

প্যারিস, ২৫ মার্চঃ এক দিকে কিলিয়ান এমবাপের জোড়া গোল। অন্য দিকে আবার লুকাকুর হ্যাটট্রিক। দেশের জার্সিতে তারকা ফুটবলাররা যেন একে অপরকে ছাপিয়ে যাচ্ছেন। এমবাপের দুরন্ত পারফরম্যান্সের হাত ধরে বড় জয় ছিনিয়ে নিয়েছে ফ্রান্স। এ দিকে লুকাকু জয় এনে দিয়েছেন বেলজিয়ামকে। ইউরোর বাছাই পর্বের শুকুটা বেশ দাপটের সঙ্গেই করল ফ্রান্স। প্যারিসে শুক্রবার রাতে বি' গ্রুপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে নেদারল্যান্ডসকে ৪-০ উড়িয়ে দিল দিদিয়ের দেশের টিম। জোড়া গোল করেছেন এমবাপে। ১টি করে গোল আতোয়া প্রিজম্যান এবং দেওদ উপমেকানোর।

এ দিন ম্যাচ শুরু কয়েক মিনিটের মধ্যেই ডাচদের রক্ষণকে একেবারে ছাড়খাড় করে ফেলে ফ্রান্স। খেলা শুরুর প্রথম ১০ মিনিটের আগেই ২-০ গোলে এগিয়ে যায় দেশের টিম। ম্যাচের মাত্র দু' মিনিটের মাথায় এমবাপের পাস ধরে প্রিজম্যান দলকে ১-০ এগিয়ে দেন। ৬ মিনিটের ব্যবধানে উপমেকানো ২-০ করেন। শুরুতেই ২ গোলে পিছিয়ে পড়ে চাপে পড়ে যায় নেদারল্যান্ডস।

২০ মিনিট পার হতে না হতেই ৩-০ করেন এমবাপে। ২১ মিনিটে দুরন্ত গোল করেন ২০২২ বিশ্বকাপে গোয়েন্দ বূটজরী ফুটবলার। ফ্রান্স ৩-০ করে ফ্রান্সের পর আর লড়াইয়ে ফিরতে পারেনি নেদারল্যান্ডস। বরং তারা আরও একটি গোল হজম করে। ম্যাচের শেষের দিকে ৮৮ মিনিটে ফ্রান্সের অধিনায়ক ৪-০ করে ডাচদের কফিনে শেষ পেরেক পোঁতেন।

জ্যান ইব্রাহিমোভিচের সুইডেনকে একাই নাস্তানাবুদ করে হারালেন বেলজিয়ামের রোমেলু লুকাকু। বেলজিয়াম তারকা এ দিন হ্যাটট্রিক করেন। খেলার শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিল



বেলজিয়াম। তবে গোলের দেখা পেতে তাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে ৩৫ মিনিট। লুকেকাকিয়োর পাস থেকে হেড থেকে নজর কাড়া গোল করেন লুকাকু। প্রথমার্ধে ১-০ এগিয়ে দ্বিতীয়ার্ধে খেলতে নামে বেলজিয়াম। বিরতির পরেও তাদের দাপট ছিল অব্যাহত। সুইডেনকে বরং বড় বেশি ফালাসে লেগেছে।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ৪৯ মিনিটের মাথায় ব্যবধান দ্বিগুণ করেন লুকাকু। এ বারও লুকেকাকিয়োর পাস ধরেই ২-০ করেন বেলজিয়ামের তারকা ফুটবলার। তবে এ বার আর হেড নয়, ছিল বাঁ পায়ের জেরালো শট। আর সেটি প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন সুইডেন কিপার রবিন ওলসেন। খেলার ৮২ মিনিটে তৃতীয় গোল করে নিজের হ্যাটট্রিক পূরণ করেন লুকাকু। তবে হ্যাটট্রিকের পরেই তুলে নেওয়া হয় লুকাকুকো বাকি সময়ে আর গোলের দেখা মেলেনি। ৩-০ সুইডেনকে হারিয়ে মার্চ ছাড়ে বেলজিয়াম।

### একদিনের ম্যাচে ব্যর্থ সূর্যকুমারের পাশে যুবরাজ

মুম্বাই, ২৫ মার্চ ৪ টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে বিপজ্জনক ব্যাটের সূর্যকুমার যাদব। কিন্তু ওয়ানডেতে তিনিই ব্যর্থ। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সদ্যসমাপ্ত ওয়ানডে সিরিজে সূর্যকুমার যাদব তিনটি ম্যাচের একটিতেও খাতা খুলতে পারেননি। তিন-তিনটি ম্যাচেই শূন্য রানে আউট হন স্বাই। আর তার পরই সূর্যকুমার যাদবকে নিয়ে শুরু হয় সমালোচনা। চলতে থাকে তুলনা। সূর্যকুমার যাদব ও সঞ্জু স্যামসনের মধ্যেও শুরু হয়ে যায় তুলনা। কপিল দেব নিখাঞ্জের মতো কিংবদন্তি অবশ্য সূর্যের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এবার আরও এক প্রাক্তন ভারতীয় তারকা সূর্যকুমার যাদবের পাশে এসে দাঁড়ালেন। তিনি যুবরাজ সিং। ২০১১ বিশ্বকাপের কথা উঠলে, ক্রিকেটপাগলরা এখনও এক নিঃশ্বাসে সূর্যরাজ সিংয়ের কথা বলে থাকেন। সেই যুবি জোর দিয়ে বলছেন, আসল বিশ্বকাপে সূর্যকুমার যাদব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। টুইটারে যুবি লিখেছেন, প্রত্যেক ক্রীড়াবিদই তাঁদের কেরিয়ারে উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে যায়। আমাদের সবাইকেই এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে কোনও না কোনও সময়ে। আমি বিশ্বাস করি সূর্যকুমার যাদব দলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সদস্য এবং সুযোগ পেলে বিশ্বকাপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। সূর্যর পাশে থাকা দরকার। সূর্য আবার উঠবে।

## স্মিথের পাতা ফাঁদে পা দিয়েই আউট হয়েছেন বিরাট, রহস্য ভেদ করলেন অশ্বিন



নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ ৪ ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া ওডিআই সিরিজের তৃতীয় একদিনের ম্যাচ। অস্ট্রেলিয়ার দেওয়া রান তাড়া করছে ভারত। ব্যাট করছেন বিরাট কোহলি। সকলে ভেবে নিয়েছে ম্যাচ জিততে চলেছে ভারত। কারণ পরিসংখ্যান হিসাব করলে বোঝা যায়, রান তাড়া করার সময় বিরাট কোহলি ব্যাট করলে দশ বারের মধ্যে নয়বার জিতেছে ভারত। কিন্তু এই ম্যাচে তা হয়নি। ম্যাচ জিতে সিরিজ পকেটে পুরে নেয় অজি বাহিনী। আর এই জয়ের কৃতিত্ব অনেকাংশ অস্ট্রেলিয়ার অন্তর্ভুক্তিকালীন অধিনায়ক স্টিভ স্মিথকে দিচ্ছেন ভারতের তারকা স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ভারতীয় এই স্পিনার মনে করেন, অধিনায়কত্ব এই ম্যাচ জিততে সাহায্য করেছে অস্ট্রেলিয়াকে। প্যাট কামিন্স তাঁর পারিবারিক কারণে খেলতে না পারায় দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন স্টিভ। অশ্বিন খুব ভালো করে লক্ষ্য করেছেন উইকেটে সেট হয়ে যাওয়ার পর বিরাট কোহলিকে আউট করার পিছনে অধিনায়কত্বের

গুরুত্ব অনেকখানি ছিল। ২৭০ রান তাড়া করার সময় ম্যাচে চালকের আসনে ছিল ভারত। কেএল রাহুলের সঙ্গে বিরাট কোহলি ব্যাট করার সময় ভারত ম্যাচ জিততে চলেছে, অনেকেই তা ভেবে নেয়। এরপরই উইকেট পড়তে শুরু করে ভারতের। কেএল রাহুলের পর ভুল বোঝাবুঝিতে রান আউট হন অক্ষর প্যাটেল। তবে ৪৮ রানের ব্যাট করছিলেন বিরাট। ভারতের সেই সময় জিততে গেলে প্রয়োজন ১২৭ বলে ১১৯ রান। সে সময় হার্দিক পাণ্ডিয়া ব্যাট করতে নেমে কয়েকটি

আক্রমণাত্মক শট খেলেন। তখন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ লক্ষ্য করেন স্টোয়ার্টের পিচে বল কিছুটা থমকে আসছে। ৩৪ তম ওভারে বল করতে আসেন অস্ট্রেলিয়ার অ্যাশটন। তিনি পরপর তুলে নেন বিরাট কোহলি এবং হার্দিক পাণ্ডিয়ার উইকেট।

অশ্বিন মনে করেন, স্মিথ এটি লক্ষ্য করেছেন এবং অ্যাশটনকে অফ স্টাম্পের বাইরে বোলিং করতে বলে কোহলি ও হার্দিককে মারতে প্রলুব্ধ করতে বলেন। তিনি ডেভিড ওয়ার্নারকেও নির্দেশ দেন লং অফে

থেকে একটি উপরের দিকে এগিয়ে আসতে। অশ্বিন বলেন, আমি স্টিভের অধিনায়কত্বের তারিফ করব। অ্যাডাম জাম্পা এবং অ্যাশটন যখন বোলিং করছিল, তখন পিচে বল কিছুটা থমকে আসতে থাকে। সব বল ঘুরছিল না। অনেক ক্ষেত্রে সোজা আসছিল। বিরাট ও হার্দিক কভারের উপর থেকে মারার চেষ্টা করে এবং আউট হয়ে যায়। সেই সময় স্টিভ গ্লিপ থেকে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত বলতে থাকে বাইরে বল করে যেতে। কারণ সিড জানত ওরা বাইরের বল দেখে মারার চেষ্টা করবে, আর বল যদি একটি ঘোরে চলে যায় শটটি সরাসরি লং অফে চলে যাবে। ও ডেভিড ওয়ার্নারকেও লং-অফ থেকে কিছুটা তুলেও আনে। অশ্বিন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বিরাটের অর্ধশত রানের সম্পর্কে বলেন, কোহলি যখনই ৫০ রান করে তখন চেষ্টা করে সেটাকে বড় রানে পরিণত করতে। কিন্তু এই ম্যাচে সেটা হয়নি। কিন্তু বিশ্বকাপের আগে ও ধীরে ধীরে ফর্মে ফিরে আসছে। আমার বিশ্বাস ও আরও ভালো করবে।

## ফাইনালে উঠেই বোলারদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হরমনপ্রীত

মুম্বাই, ২৫ মার্চ ৪ উইমেল প্রিমিয়ার লিগের শুরু থেকে একতরফা দাপট দেখিয়ে আসে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। তবে লিগের একেবারে শেষ দিকে দিল্লির কাছে হেরেই এক নম্বরের মুকুট হাতছাড়া হয় হরমনপ্রীত কৌরদের। এমনকি নেট রান-রেটের নিরিখে দিল্লির কাছে পিছিয়ে পড়েই সরাসরি ফাইনালে যাওয়ার সুযোগ হাতছাড়া হয় মুম্বাইয়ের। তবে শেষমেশ এলিমিনেটরের বাধা টপকে চলতি উইমেল প্রিমিয়ার লিগের ফাইনালে জয়গা করে নেয় মুম্বাই। এলিমিনেটরে ইউপি ওয়ারিয়র্জকে কার্যত খড়কুটোর মতো উড়িয়ে দেওয়ার পরেই দিল্লি ক্যাপিটালসের উদ্দেশ্যে প্রচুর ঝুঁকিয়ার দিলেন মুম্বাইয়ের ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত। নিজেদের শক্তিশালী বোলিং আক্রমণ নিয়ে বড়াই করে ঘুরিয়ে ভয় দেখালেন দিল্লির ব্যাটারদের। ইউপি ওয়ারিয়র্জের বিরুদ্ধে ৭২ রানে ম্যাচ জিতে উঠে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে হরমনপ্রীত বলেন, আমাদের হাতে শক্তিশালী বোলিং লাইনআপ রয়েছে। যে কেউ উইকেট নিতে পারে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। ফাইনালে মুম্বাইয়ের প্রতিপক্ষ দিল্লি ক্যাপিটালস। দিল্লির বোলিংয়ের তুলনায় ব্যাটিং যে আরও বেশি শক্তিশালী, সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই। বিশেষ করে মেগ ল্যানিং ও শেফালি বর্মার ওপেনিং জুটি নিজেদের দিনে যে কোনও প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। সেকথা মাথায় রেখেই কি হরমনপ্রীত নিজেদের বোলিং শক্তি নিয়ে বড়াই করলেন? মুম্বাই ক্যাপ্টেনের গলায় তেমন সুরই ধরা পড়ে। হতে পারে তিনি এলিমিনেটর ম্যাচের দিকে ইঙ্গিত করছেন। আসল উদ্দেশ্য যে, দিল্লির মনে ভয় ঢেকানো, সেটা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না।

## ছ'মাস মাঠের বাইরে বুমরা

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ ৪ একবার হঠকারী সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য জসপ্রীত বুমরা সমস্যায় পড়েছিলেন। ফের একবার তা ছাড়াও কেরিয়ার শেষ হয়ে যাবে। এমনটাই ভয় পাচ্ছে বিসিসিআই। আর তাই বুমরার চোটের আপডেট নিয়ে ব্যাপক গোপনীয়তা বজায় রেখেছে বোর্ড। শোনা যাচ্ছে ভিভিএস লক্ষণ ছাড়া টিম ইন্ডিয়ার তারকা জোরে বোলারের চোটের আপডেট নিয়ে আর কারও কাছে কোনও তথ্য নেই। সেই সূত্রের আরও দাবি বুমরা কর্তৃক সুস্থ হয়ে উঠেছেন, সেই তথ্য নাকি জাতীয় নির্বাচকদের কাছেও নেই। একমাত্র তাঁর ব্যাপারে সব আপডেট রয়েছে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ডিরেক্টরের কাছে। এই বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিসিসিআই-এর এক কর্তা বলেন, বিসিসিআই-এর অনেকেই বুমরার চোটের আপডেট

সম্পর্কে কিছুই জানেন না। শুধুমাত্র ভিভিএস লক্ষণ এবং এনসিএ-র ডাক্তার ও ফিজিওরা বুমরার সঙ্গে কথা বলতে পারবেন। এমনকি জাতীয় নির্বাচক কমিটির কোনও সদস্যও বুমরার চোটের আপডেট নিয়ে কিছুই জানেন না। তবে সবাইকে যথাসময়ে সবকিছু জানানো হবে। বিসিসিআই-এর সৌজন্যে নিউজিল্যান্ডে গিয়ে ইতিমধ্যেই পিঠের অস্ত্রোপচার করিয়েছেন তারকা জোরে বোলার। নিউজিল্যান্ডের অছি ও শলা চিকিৎসক রোয়ান সাউটন তাঁর অস্ত্রোপচার করেছেন। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ও বিসিসিআই-এর মেডিক্যাল টিমের সদস্যরা এই ডাক্তারের সঙ্গে কথাবার্তা সেরে রেখেছিলেন। এর আগে জফ্রা আর্চার ও শেন বন্ড, জেমস প্যাটিনসন অস্ত্রোপচারও এই অছি ও শলা চিকিৎসক রোয়ান সাউটন করেছিলেন।

## জাতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের সদস্য রিচা নিজের পাড়া শিলিগুড়িতে এআইএসএফ ও এ আই ওয়াই এফ-এর সংবর্ধনা

সংবাদদাতা ৪ ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের অন্যতম সদস্য রিচা ঘোষ। রিচার কঠিন পরিশ্রমের ফসল ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের অন্যতম সদস্য হওয়ায় শিলিগুড়ির সহ রাজা, গোটা দেশ আজ গর্বিত। তার বাড়ি শিলিগুড়িতে। কয়েক দিনের জন্য সময় কাটাতে পরিবারের কাছে এসেছে। শহরের প্রচুর মানুষ, কর্তা ব্যক্তি, ক্লাব, ক্রীড়া সংস্থা সকলেই রিচাকে সংবর্ধিত করেছে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় রিচার বাড়িতে গিয়ে তাকে সম্মান জানানোর কাজ করলো সিপিআই দার্জিলিং জেলার যুব নেতৃত্ব।



ছবিতে সংবর্ধনার সময় রিচার বাদিকে বাবা মানবেন্দ্র ঘোষ। নিজস্ব ফটো

এআইএসএফ ও এ আই ওয়াই এফ -এর নামে রিচাকে সংবর্ধিত

করল। সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য উপস্থিত ছিলেন জ্যোতি দে

সরকার, উজ্জ্বল ঘোষ, কৌশিক ঘোষ প্রমুখ নেতৃত্ব।

রিচা কিভাবে যে রিচা হলো তার বর্ণনা দেন বাবা প্রাক্তন ক্রিকেট খেলোয়াড়- বর্তমানে আত্মপায়াব পেশার সাথে যুক্ত মানবেন্দ্র ঘোষ। শহরের অত্যন্ত ভালো একজন ক্রিকেট প্লেয়ার ছিলেন।

আজকে তারই মেয়ে বাবার অনুপ্রেরণায় গোটা দেশের মহিলা ক্রিকেট দলকে প্রতিনিধিত্ব করছে। শিলিগুড়িবাসী হিসেবে প্রত্যেকেই তার জন্য আজ গর্বিত। রিচার পরিবারে বাবা ছাড়াও মা স্বপ্না ঘোষ এবং দিদি সোমশ্রী ঘোষের অবদানও অনস্বীকার্য।

## একাধিক স্মরণীয় জয় সত্ত্বেও ধারাবাহিকতার অভাবেই ফের ব্যর্থ ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি ৪ যে মরশুম থেকে আইএসএলে খেলা শুরু করেছে ইস্টবেঙ্গল, সেই মরশুম থেকেই তারা ফর্মের অভাবে ভুগছে। অভিষেক মরশুমে তারা ছিল লিগ টেন্সের নম্ব নম্বর। গত মরশুমে তারা ছিল সর্বশেষ স্থানে, ১১-য় এবং এ বার ফের সেই নয়। এখন পর্যন্ত এর ওপরে উঠতে পারেনি তারা। একশো বছরের ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটি একসময় ভারতীয় ফুটবলে দাপিয়ে বেড়াত। দেশের বাইরে থেকেও সম্মান অর্জন করে এনেছে তারা। সেই ক্লাবের এ হেন বেহাল দশা দেখে সমর্থকেরা তো হতাশ হবেই। সারা দেশে, এমনকী বিশ্বও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সমর্থকেরা তাই ক্লাবের এই টানা ব্যর্থতা মোটেই মেনে নিতে পারছেন না।

তবে এ বারের পারফরম্যান্স থেকে একটা আশার আলো দেখেছেন তাঁরা। আগের চেয়ে উন্নত হয়েছে লাল-হলুদ ত্রিগোড়ের পারফরম্যান্স। গতবার সারা লিগে তারা একটিমাত্র ম্যাচ জিতেছিল। এ বার ছ'টি ম্যাচ জেতে, যা গত দুই মরশুমে মোট জয়ের চেয়েও বেশি। আরও খুশির খবর হল, এ বার

তারা বেঙ্গালুরু এফসি-কে দুই মুশোমুখিতেই হারিয়েছে, লিগশিশুজরী মুম্বাই সিটি এফসি-কে তাদের মাঠে গিয়ে হারিয়ে এসেছে এবং ঘরের মাঠে কেরালা ব্লাস্টার্সের মতো দলের বিরুদ্ধেও জিতেছে। এই পারফরম্যান্সকে আর যাই হোক, মোটেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাদের প্রধান সমস্যা ধারাবাহিকতার অভাব। এমন একাধিক ম্যাচ তারা খেলেছে, যাতে নিজেদের ছোটখাটো ভুলে জয়ের কাছাকাছি গিয়েও ফিরে আসতে হয়েছে তাদের। জেতার জয়গায় থেকেও মোট ১১ পয়েন্ট খুইয়েছে তারা। প্রথম ম্যাচে কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে ৭২ মিনিট পর্যন্ত গোলশূন্য রাখার পর ১-৩-এ হারে ইস্টবেঙ্গল। ঘরের মাঠে এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে একেবারে শেষে চার মিনিটের স্টপেজ টাইমে এডু বেদিয়ার জয়সূচক গোলে ১-২-এ হারতে হয় তাদের। গুয়াহাটিতে অন্য রূপে দেখা যায় লাল-হলুদ বাহিনীকে। নর্থইস্ট ইউনাইটেডের ওপর কার্যত ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ৩-১-এ হারায় তারা।

কিন্তু কলকাতা ডার্বি ও চেন্নাইন

এফসি-র কাছে পরপর দুই ম্যাচে হার তাদের সেই উন্নতিতে রাশ টেনে দেয়। এই দুই ম্যাচের ভুলগুলো শুধরে নিয়ে মাঠে নেমে বেঙ্গালুরু এফসি-র বিরুদ্ধে একেবারে অন্য ইস্টবেঙ্গলকে দেখা যায়। শুরু থেকেই আগ্রাসী ফুটবল খেলেন ক্রেন্ট সিলভা, নাওরেম মহেশ, চারিস কিরিয়াকু, সেন্সর হাওকিপারা।

কিন্তু তার পরেই ওডিশার কাছে ২-৪-এর অভাবনীয় হারে যে তিমিরে ছিল তারা, সেই তিমিরেই রয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল এফসি। সে দিন বিরতিতে দু'গোলে এগিয়ে থেকেও দ্বিতীয়ার্ধে চার গোল খেয়ে ম্যাচ হারে তারা। জামশেদপুর এফসি-কে ৩-১-এ হারিয়ে সেই খাদ থেকে উঠে আসে ইস্টবেঙ্গল। সে দিন দাপুটে পারফরম্যান্স দেখা দিয়েছিল তাদের। কিন্তু হায়দরাবাদ এফসি ও মুম্বই সিটি এফসি-র বিরুদ্ধে পরপর দুই ম্যাচে পাঁচ গোল খেয়ে হারের ফলে আবার যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই রয়ে যায় তারা।

দ্বিতীয় লেগ তারা শুরু করে বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে জয় দিয়ে।

তখনও তারা সেরা ছয়ে থাকার স্বপ্ন দেখছিল। কিন্তু সেই স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায় টানা চারটি ম্যাচে হারের ধাক্কা। এই চারটি ম্যাচে ১১টি গোল খায় তারা দেয় মাত্র চারটি। শেষ পাঁচটি ম্যাচের মধ্যে দুটি বড় জয় পায় লাল-হলুদ বাহিনী। হারায় সেমিফাইনালিস্ট ব্লাস্টার্স ও লিগশিশু মুম্বাই সিটি এফসি-কে। কিন্তু বাকি ম্যাচগুলিতে ব্যর্থতা তাদের আর ন'নম্বরের ওপর উঠতে দেয়নি।

ব্রিটিশ ক্রিকেট স্টিফেন কনস্টান্টাইন কোচের দিকে সারা হয়ে থাকার সম্ভাবনার কথা বললেও পরে যখন বুঝতে পারেন তাঁর দলের পক্ষে তা সম্ভব নয়, তখন বলে দেন, একমাত্র একটা ম্যাচেই প্রতিপক্ষ আমাদের উড়িয়ে দিয়েছিল, যখন কলকাতায় গিয়েছিল মুম্বাই। বাকি সব ম্যাচেই আমরা লড়াই করেছি। কিন্তু প্রচুর ভুলের জন্য সাফল্য পাইনি। আমার দলের ছেলেরা হয়তো এই লিগে সেরা নয়। কিন্তু ওরা যে ভাবে নিজেদের উজাড় করে দিয়েছে, তা প্রশংসার যোগ্য। দলের ভবিষ্যতের কথাও তাঁর মাথায় ছিল তখন।

বলেছিলেন, আমার কাজ হল এই ক্লাবটাকে আগের জায়গায় নিয়ে যাওয়া, যেখানে তারা বেশ কয়েক বছর আগে ছিল। আমি যেটা করি, তার সঙ্গে নিজেকে পুরোপুরি জড়িয়ে ফেলি। এখন আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল ইস্টবেঙ্গলকে সেরা ছয়ে নিয়ে যাওয়া এবং সেটা আমি করেও দেখাব। এ রকম কঠিন সময়ে ক্লাবের কর্তারা, দলের স্টাফ ও খেলোয়াড়দের সাহায্য না পেলে খুব সমস্যা হয়। কিন্তু এই মুহুর্তে সবাই আমার পাশে। কিন্তু সেই সুযোগ তাঁকে না দেওয়ারই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্লাব। সরকারি ভাবে ক্লাব জানিয়ে দিয়েছে, আগামী মরশুমে কোচ থাকছেন না কনস্টান্টাইন।

দলের আক্রমণের দায়িত্ব প্রায় একার কাঁধেই তুলে নিয়েছিলেন বেঙ্গালুরু এফসি থেকে আসা এই ব্রাজিলীয় স্ট্রাইকার। দলের ২২টি গোলের মধ্যে ১৩টিতেই তাঁর অবদান ছিল। ১২টি নিজেই করেন ও একটিতে অ্যাসিস্ট করেন। কিন্তু যোগ্য সঙ্গদের অভাবে আরও অনেক গোল করতে পারেননি তিনি। সুযোগও নষ্ট করেছেন প্রচুর।

তবুও গোয়েন্দ বটের দৌড়ে পুরোপুরি ছিলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত তাঁরই ত্রিদেশীয় দিকগো মরিসিও গোয়েন্দ বট জিতে নেন টিকি, কিন্তু দুজনেরই গোলসংখ্যা সমান। শুক্র দিকে নাওরেম মহেশ সিং তাঁকে একাধিক দুর্দান্ত গোলের পাস বাড়ালেও পরের দিকে মহেশ ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে না পারায় এই জুটির কার্যকারিতা কমে যায়। লিগের শেষ দিকে ব্রিটিশ ফরোয়ার্ড জেক জার্ডিস দলে যোগ দেওয়ার অবশ্য ক্রেন্ট একজন যোগ্য সঙ্গী পান। কিন্তু তখন তারা সেরা ছয়ের দৌড় থেকে ছিটকে যাওয়ায় মোটিভেশন বলে আরা তেমন কিছুই ছিল না। দল ভাল না খেলেও ক্রেন্টের স্মরণীয় গোলগুলিই লাল-হলুদ সমর্থকদের মুখে ক্ষণিকের হাসি ফুটিয়েছে।

হিরো আইএসএলে তাঁর দল তেমন ভাল কিছু করতে না পারলেও দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখান মহেশ। মোট ১৯টি ম্যাচে তিনি দুটি গোল করেন ও সাতটি গোলে অ্যাসিস্ট করেন। একই ম্যাচে তিনটি অ্যাসিস্টের রেকর্ডও আছে তাঁর, যা আর কোনও ভারতীয়

ফুটবলারের নেই। ভারতীয় ফুটবলারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অ্যাসিস্ট করেছেন তিনিই। মহেশের কনভারশন রেটও ছিল উল্লেখযোগ্য, ১৩ শতাংশ। ইস্টবেঙ্গলের কোচ স্টিফেন কনস্টান্টাইন একাধিকবার মহেশের প্রশংসা করেন। ব্রাজিলীয় ফরোয়ার্ড ক্রেন্ট সিলভা ও মহেশের জুটিই লাল-হলুদ শিবিরকে অধিকাংশ গোল এনে দেন। দলের ২২টি গোলের মধ্যে ১৩টিতে ক্রেন্টের ও ন'টিতে মহেশের অবদান ছিল। লিগের পরে মহেশ ভারতীয় দলেও ডাক পান। চলতি ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্টে মায়নমারের বিরুদ্ধে ম্যাচে ৭১ মিনিটের মাথায় মহেশকে একসঙ্গে নামান ভারতের কোচ ইগার স্টিমাচ। ম্যাচের পর তিনি সাংবাদিকদের বলেন, মহেশ আমাকে অবাক করে দিয়েছে। আইএসএলে ওর দক্ষতার প্রমাণ আমি পেয়েছি। কিন্তু আইএসএল থেকে যখন ফুটবলাররা ভারতীয় দলে আসে, তখন চাপটা অন্য রকমের হয়। আজ ও অসাধারণ খেলেছে। যতটুকু খেলেছে, একেবারে নিখুঁত খেলেছে। এ বার

হয়তো তাঁকে নিয়মিত জাতীয় দলের জার্সি গায়ে দেখা যাবে। আইএসএলে তাদের অধিবেশক মরশুম থেকেই ধারাবাহিকতার অভাবে ভুগছে ইস্টবেঙ্গল এফসি। এ বারই প্রথম দলের মধ্যে উন্নতি দেখা গিয়েছে। এই উন্নতি ধরে রাখতে লালচুওনুঙ্গা, মহেশ, কমলজি সিং, সার্থক গলুই, মোবাশির রহমান, ভিপি সুহেরদের দলে রেখে দেওয়া উচিত। তাঁদের সঙ্গে একাধিক মরশুমের চুক্তিও রয়েছে ক্লাবের। দলের ব্রাজিলীয় স্ট্রাইকার ক্রেন্ট সিলভার সঙ্গে চুক্তি বাড়ানোর ঘোষণা করেই দিয়েছে তারা। এই খেলোয়াড়দের রেখে যদি আরও কিছু ভাল ফুটবলার আনতে পারে ইস্টবেঙ্গল, সঙ্গে হিরো আইএসএলে কাজ করে যাওয়া একজন কোচ, তা হলে এই দলটাই আগামী মরশুমে ভাল খেলতে পারে। দরকার একজন স্ট্রোল ডিফেন্ড মিডফিল্ডারও। একটা নতুন দল তৈরির জন্য অন্তত চার-পাঁচ মাসের প্রস্তুতি প্রয়োজন। তাও তাদের শুরু করে দিতে হবে মে-জুন থেকেই। দলটাকে তার আগেই গুটিয়ে নেওয়া দরকার।